৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১৫ অগ্রহায়ণ – ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ ঃ ২ডিসেম্বর – ৮ ডিসেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 7, 2 December - 8 December, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ছাত্রদরদী সাজতে গিয়ে বিদ্যালয় স্তরে পাশ–ফেল

প্রথা তুলে দিয়ে বাংলার পড়ুয়াদের প্রতি যে পাপ করেছিল বাম সরকার তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছে তৃণমূল সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন শীঘ্র ঘিরে আসছে পুরনো পদ্ধতি।

রবিবার : পশ্চিমবঙ্গ এখন বাংলাদেশি জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে

পরিণত হয়েছে। এ রাজ্য থেকে ধৃত তিন জঙ্গিকে জেরা করে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। সীমান্তে বিএসএফ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এমন ঘটছে তা নিয়েই রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে চলছে চাপানউতোর।

সোমবার : শীতের মরশুমকে রাজ্যে পরাজিত করে দিল ডেঙ্গু মরশুম। আশা ছিল ঠাণ্ডা পড়লে প্রকোপ কমবে। এই ধারণাকে

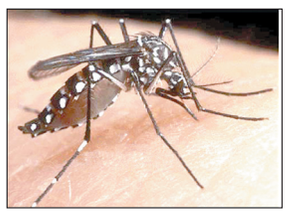

মিথ্যে প্রমাণ করে জেলায় জেলায় অভিযান চালাচ্ছে ভয়ঙ্কর মশক দস্যু। আগে ভাগে ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলেই যে প্রশাসনের এমন ধরাশায়ী অবস্থা তা মানছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও।

মঙ্গলবার : দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ন্যূনতম পাশ নম্বর

কমিয়ে দিল আইসিএসই বোর্ড। পড়ুয়াদের উপর অহেতুক চাপ কমাতে এবং হতাশাগ্রস্ত মানসিক অবস্থা থেকে তাদের বার করে আনতেই এমন পদক্ষেপ বলে মনে করছে শিক্ষা মহল।

বুধবার : খরচের নিরিখে ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করার

বিরোধিতা করল টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাই। তারা সুপারিশ করেছে গ্রাহকদের নেট নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে।

বৃহস্পতিবার : এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে

তিন যুবকের ফাঁসির আদেশ দিয়ে ধনঞ্জয়ের স্মৃতি ফিরিয়ে দিল মহারাষ্ট্রের আদালত। দেড় বছর আগের এই ঘটনায় একদিকে যেমন রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তেমনই সংঘর্ষ ঘটেছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে।

শুক্রবার : বছরের শেষে রাজ্যের জন্য খারাপ খবর বয়ে

আনল জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট। গত এক বছরে মানব, শিশু ও ঘরোয়া হিংসায় স্ত্রী অত্যাচারে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে পশ্চিমবঙ্গ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিশ্ববাংলার সত্ত্বাধিকার কার?

জেরবার সোনার বাংলা

পার্থসারথি গুহ

আগে শোনা যাচ্ছিল তৃণমূলের দখলদারি নিয়ে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নাকি শীঘ্রই বিবাদ বাঁধতে চলেছে একসময়ের সেকেন্ড–ইন–কমান্ড মুকুল রায়ের। বিশেষ করে যখন আওয়াজ উঠতে শুরু করেছিল যে নির্বাচন কমিশনে দলের সত্ত্বাধিকার চেয়ে প্রথম আবেদনকারী তথা সাক্ষরকারী যেহেতু মুকুল রায়, তাই তিনি ঘাসফুলের প্রধান দাবিদার। এও বলা হচ্ছিল মুকুল রায়ের দ্বারা স্বীকৃত সেই দলে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশ করেন। যদিও পদ্মে মুকুল আসার পর দেখা গেল তৃণমূলের সেই মালিকানা নিয়ে মোটেই কোনও হল্লাবোল আর হচ্ছে না। বরং অনেক বেশি চর্চা এখন শুরু হয়েছে বিশ্ববাংলার লোগো নিয়ে। যথারীতি এখানে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ হল মুকুল রায় বনাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বকলমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অধুনা বিজেপি নেতা মুকুল রায় অভিযোগ করেছেন, বিশ্ব বাংলা আসলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন। তিনি (মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো) এটা নিয়ে ব্যবসা করছেন। সম্প্রতি যে যুব বিশ্বকাপ কলকাতা সহ সারা দেশে অনুষ্ঠিত হল তাতে এই বিশ্ববাংলার লোগো ব্যবহার করে অভিষেক প্রচুর অর্থ রোজগার করেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মুকুল। এছাড়া পুরো পার্টিটাও মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর অধীনস্থ বলে দাবি করেছেন হালফিলে বিজেপির এই তুরুপের তাস। তিনি সেসময়ে তৃণমূলে 'দলদাস' ছিলেন বলেও স্বগতোক্তি করেছেন মুকুল।

যদিও মুকুল রায়ের অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ করেই বিশ্ববাংলা কনসেপ্ট তাঁর মাথায় আসে। সাল–তারিখ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে জানানো হয়, ২০১৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর গাড়িতে সফরকালীন তাঁর মাথায় এই অভিনব চিন্তা আসে। তৎক্ষণাৎ তিনি এই লোগো তৈরিও করে ফেলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশ্ব বাংলা থিম বেজায় পছন্দ হয় রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দফতরের। মুখ্যমন্ত্রীর থেকে তাঁরা এই বিশ্ববাংলার সত্ত্বাধিকার নিতে চায় সরকারিভাবে। ২০১৪ সালের ২৩ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ স্টেট এক্সপোর্ট প্রোমোশন সোসাইটিকে রাজ্য সরকার এই বিশ্ববাংলার লোগো ব্যবহার করতে দেয়। তার মাস খানেক আগে অবশ্য কলকাতা বিমানবন্দরে বিশ্ববাংলা নামের একটি শো–রুমের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার দাবি, এই বিশ্ববাংলার লোগো ব্যবহার করার জন্য রাজ্য সরকার এক নয়া পয়সাও নেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেছেন, পরবর্তীকালে এই লোগো যদি সরকার না ব্যবহার করে তবে তার সত্ত্বাধিকার ফেরত দিতে হবে এর রচয়িতা মুখ্যমন্ত্রীকে।

মুখ্যমন্ত্রী বনাম মুকুলের এই চাপানউতোরের মাঝে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই চুক্তিপত্রটি যার ওপর ভিত্তি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফাই দিচ্ছেন এই বিশ্ববাংলা মোটেই কারও ব্যক্তি মালিকানা নয়। এককদম এগিয়ে মুকুল রায় এই চুক্তিপত্র প্রকাশ্যে আনার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। এখন দেখার আগামী দিনে কোন মাস্টার স্ট্রোকে একসময়ের সতীর্থর অভিযোগের তীর খণ্ডন করতে সফল হন মুখ্যমন্ত্রী। তবে যে স্বভাবসিদ্ধ ঝকঝকে স্মার্টনেসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিখ্যাত তাতে খানিকটা হলেও যেন খামতি চোখে পড়ল অতি সম্প্রতি গোসাবায় দলের প্রশাসনিক সভায়। একদিনের ব্যবধানে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের প্রাক্কালে মুকুলপুত্র তথা তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়ের সেখানে হাজির হয়ে যাওয়াটাও কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে। বিশেষ করে কদিন আগেই যখন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক শুভ্রাংশুকে নিয়ে বাবা–ছেলের লুকোচুরি বলে টিপ্পনি কেটেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে শুভ্রাংশুর হঠাৎ করে সভায় আসা ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ করে তাৎক্ষণিক জড়তা কেন্দ্রীভূত হওয়া সবকিছুই যেন রাজনৈতিক বৃত্তটাকে গুলিয়ে দিচ্ছে। সময় হয়তো বাকিটা বলবে। এখন শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। যদিও ইতিমধ্যে বিশ্ববাংলা লোগো নানা জায়গায় ব্যবহার করে সরকার জনগণের পয়সা ব্যয় করেছে। আগামী দিনে যদি সরকারি চুক্তি বা মুকুলের দেখানো অভিষেকের আবেদনপত্র নানা বিতর্কে জড়িয়ে যায় এবং সরকারিভাবে বিশ্ববাংলা লোগো নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় তাহলে ব্যয় হওয়া সরকারি পয়সার হিসাব চুকোতে হবে সরকারি আধিকারিকদেরই। যা চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেবে সরকারকে।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

এডু পলিটিক্স নিপাত যাক

অশিক্ষা, কুসংস্কার, জাত–পাতের ভেদাভেদের কালো পর্দা ছিঁড়ে ফেলে যখন নবজাগরণের আলো প্রবেশ করেছিল ব্রিটিশ ভারতে তখন থেকেই স্বাধীনতা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মধ্যে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। স্বাধীনতার আলোর আকর্ষণে পিপীলিকার মত ছুটে এসেছিল ছাত্র–যুবারা। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় পরিণত হয়েছিল বিপ্লবী তৈরির পীঠস্থানে। যেখানে শিক্ষকরা পঠনপাঠনের সঙ্গে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতেন ছাত্রদের। তারই ফসল যতীন দাস, বিনয়–বাদল–দীনেশ, ক্ষুদিরামের মতো অসংখ্য বলিপ্রদত্ত ছাত্রদল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র যখন দেশের অপমান সহ্য করতে না

পেরে ব্রিটিশ শিক্ষককে সবক শেখাচ্ছেন তখন বুড়িবালামের তীরে মরণপণ লড়াই করছেন যতীন দাস। আর শিক্ষকরা বঙ্কিমের মন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান, নজরুলের শব্দ উত্তাপ সঞ্চারিত করছেন ছাত্রদের হৃদয়ে। এইভাবেই রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাংলার বিদ্যালয়গুলির।

দেশভাগ করে স্বাধীনতা পাওয়ার সেই দিনটির প্রথম সেকেন্ড থেকে স্বদেশি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বাংলার বিদ্যালয়গুলির পড়ুয়ারা আজ অবধি শাসক বিরোধী রাজনীতির শরিক হয়েই রয়ে গেল। প্রসঙ্গটি সামনে এল বাংলার বর্তমান শাসক তৃণমূল সরকারের কয়েকটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে। সম্প্রতি সাড়ে ছ'বছরের নবীন মা–মাটি–মানুষের সরকার বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে দীর্ঘদিনের রাজনীতি হঠাবার কাজ শুরু করেছে। তারা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিচালন কমিটিগুলিতে কোনও রাজনৈতিক পদাধিকারী থাকতে পারবেন না, ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে অরাজনৈতিক হতে হবে। এমনকি দু–একদিন আগে পরিচালন কমিটির খবরদারি খর্ব করে প্রধান শিক্ষকদের ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে বর্তমান সরকার। শিক্ষা থেকে রাজনীতি বিলুপ্তির ধারাবাহিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছেন আপামর বঙ্গবাসী থেকে অভিভাবকরা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলিকে মডেল করে রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের আকুতি বহুদিন ধরেই মনে মনে পোষণ করছিলেন বাংলার মানুষ।

এটা যেমন ঠিক তেমনই ভেবে দেখতে হবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও ছাত্রছাত্রীরা এখনও শাসক বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ কেন? কেন তাদের এখনও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে? স্বাধীনতার জন্য ছাত্র–ছাত্রীদের সংগ্রাম করা, প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পরেও তাদের অবস্থান কেন বদলালো না তা জানতে এদেশে এখনও কোনও গবেষণা হয়নি। গবেষণা হলে দেখা যেত আসলে স্বাধীনতার পরেও শাসকের চরিত্র বদলায় নি। আজও তারা ক্ষমতার পাথরে ছাত্র–ছাত্রীদের অধিকার চাপা দিয়ে রাখতে চায়। গণতন্ত্রের নামে চালিত করতে চায় দলীয় ভাবধারাকে। ব্রিটিশ চাইতো ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি আনুগত্য। রাজনৈতিক দল চায় দলীয় আনুগত্য। মুক্তমনের পড়ুয়া তাদের না পসন্দ। ফলে দমন–পীড়নের পাশাপাশি আছে মারামারি–হানাহানি। চক্রব্যুহ থেকে বেরোবার জন্য হাঁসফাঁস করছে শিক্ষা। এও এক স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাংলার বর্তমান শাসকদল যদি সত্যি সেই স্বাধীনতা দিতে পারে তাহলে ইতিহাসে স্থান করে নেবে তারা।

সাহায্যের নামে নয়া প্রতারণা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–বাসে, ট্রেনে, স্টেশনে এদের দেখা মেলে। সুট, বুট, কোট টাই পরিহিত ভদ্র পোশাকে সুসজ্জিত মহিলা পুরুষরা গলায় আই কার্ড ঝুলিয়ে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের কে সাহায্যের জন্য সাহায্যের আবেদন করছে। এরা মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম করে ছোট্ট শিশুর ছবি দেখিয়ে তার পাশে দাঁড়ানোর কথা বলে সাধারণ মানুষের মন গলিয়ে সাহায্য নেয়। যার সবটাই ভুয়ো। সাহায্য চাওয়ার জন্য রোগীর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নকল প্রমাণপত্রও ঝুলি ভর্তি। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, দুঁদে গোয়েন্দা অফিসারও হার মানবে নকল কাগজ পত্র এবং ভদ্র কথাবার্তায়। এরা মূলত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বজবজ, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং এলাকার বিভিন্ন স্টেশনে ছোট্ট শিশুর ছবি দেখিয়ে সাহায্যের নামে প্রতারণা করে। এমনই তিনজন মহিলা ও একজন পুরুষের সাথে সাহায্যের প্রস্তাব দিলে এবং নিজে কাজে যুক্ত হতে চাওয়ার কথা বলতে গিয়ে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে প।লো। মুহূর্তে ট্রেন ধরে পালিয়ে গেল তারা। সংস্থার অফিসে ফোন করা হলে জানানো হয় আপনার কাজ আপনি করুন, আমাদের কাজে বাধা দিলে আপনার ক্ষতি হবে।

লক্ষী দাস, বাড়ি সোদপুর, সুখচর গির্জা, খড়দহ/টুম্পা গুপ্ত, সোনারপুর নতুন পল্লী/সীমা কুন্ডু, দমদম ক্যান্টনমেন্ট/রাকেশ রায়, খড়দহ। এরা স্বর্ণভূমি চ্যারিটেবেল ট্রাষ্ট মুরারী বাগান কলকাতা ৩০ এবং রাজা রামমোহন চ্যারিটেবেল সোসাইটি সোনারপুর কলকাতা ১৫০ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম করে সাহায্য তোলে। এই সাহায্য রোগীর পরিবার মোটেই পায় না। বরং রোগীর পরিবার টাকা পাওয়ার জন্য এই সব প্রতারকের শেখানো বুলি বলতে অভ্যস্ত। আর এই সব প্রতারকরা টাকা তুলে নিজেদের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত। আর যারা এজেন্ট হিসাবে কাজ করে তারা কুপন সেলের উপর অর্ধেক কমিশন পায় । যদি একদিনে এক পাতা কিংবা দুপাতা(১পাতা =১০০)কুপন সেল করতে পারলে কমিশন আরো একটু বেশি। এই কুপন সেল করতে গিয়ে প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের কাছে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুটির সাহায্যে করুণ আবেদন জানিয়ে কাঁদতেও পট এরা,যা সাধারণ মানুষ আবেগ তাড়িত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এরা প্রায় প্রতিদিন পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা করে তোলে এক একজন। এই ভাবে দিনের পর দিন লোক ঠকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে চলছে অভিনব প্রতারণা।

ক্যানিং –এর দীনবন্ধু ঘরামী বলেন, প্রশাসন একটু সজাগ হলে এই সব প্রতারক জাল বিস্তার করতে পারবে না।

বজবজের চড়িয়ালের বাসিন্দা সন্দীপ মন্ডল জানান এদের কে তো প্রায়ই অসুস্থ শিশুদের সাহায্য করার জন্য আবেদন নিবেদন করে টাকা তুলতে দেখা যায় ।

অভিযুক্ত লক্ষ্মী দাস, সীমা কুণ্ডু ও টুম্পা গুপ্ত

এরা যে নতুন প্রতারণার ফাঁদ পেতে তোলা তুলছে প্রশাসনের তা দেখা উচিত।

বেহালার অনুপম বেরা জানান, যারা এমন ভাবে অসহায় দুঃস্থ রোগাক্রান্ত শিশুদের সাহায্য করার নামে টাকা তুলে আত্মসাৎ করছে , প্রশাসনের উচিত এই সব ভুয়ো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকজন কে ধরে উচিত শাস্তি প্রদান করা। তাহলে এমন অপরাধ কমবে নচেৎ ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়বে সারা রাজ্যে।

নাম জানাতে অনিচ্ছুক এক পুলিশ অফিসার জানালেন সাধারণ পাবলিক যদি সচেতন হয়ে পুলিশে খবর দেন তাহলে এই জালচক্র ধরা সম্ভব।

জেহাদি জঙ্গিদের এনজিও যোগসাজশ

কুনাল মালিক

গত ২১ নভেম্বর কলকাতা স্টেশন থেকে ধৃত জেহাদি জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের দুই সদস্য অবীর এবং রিয়াজুল এখন এসটিএফের হাতে। পুলিশি হেফাজতে থাকা দুই জঙ্গিকে এখন জেরা চলছে। পুলিশি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর দুই জঙ্গির কাছ থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। সূত্রের খবর ধৃত দুই জঙ্গি এ রাজ্যে জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়তে তৎপরতা শুরু করেছিল জোর কদমে। এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় গরিব মহিলাদের টার্গেট করে তাদের বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই মহিলাদের

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

মগজ ধোলাই করে জেহাদি মনোভাবাপন্ন করে দেশ বিরোধী নানা নাশকতা মূলক কাজে লাগাতে চাইছিল জঙ্গিরা। মহিলাদের আধার কার্ড ব্যবহার করে রাজ্যের সর্বত্র তারা ডেরা বাঁধতে চাইছিল। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কলকাতার বন্দর এলাকার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার বেশ কিছু এলাকায় জেহাদি মহিলা ব্রিগেড তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর এ রাজ্যের বেশ কিছু এনজিও এবং ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতারাও আনসারুল্লা বাংলা টিমকে সহযোগিতা করছিল। এ রাজ্যে ইসলামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেহাদি বার্তা ছড়ানোর লক্ষ্যে তারা সহযোগিতা করছিল বলে সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বেশ কয়েকজন জেহাদি মনোভাবাসম্পন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। তাদের ওপর কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। বেশ কিছু জেহাদি নতুন করে এ রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্তে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, জেহাদিদের এই রাজ্যে সক্রিয় হওয়া নিয়ে অতীতেও বারংবার খবর করেছে আলিপুর বার্তা। এই নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ–প্রশাসন কতটা তৎপর হয় দেখার এখন সেটাই।

খাস কলকাতায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিলোত্তমার বুকে হঠাৎ করে নেমে এল মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক খণ্ডচিত্র। বিকৃত কামের ছোবলে জখম হল দক্ষিণ কলকাতার একটি নামি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দুধে শিশু বছর চারেকের এক ছাত্রী। আর তার ওপর যৌন নির্যাতন চালানোর গুরুতর অভিযোগ উঠল ওই স্কুলেরই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। যাদের নির্যাতিতা ছাত্রীটি চিহ্নিত করেছে 'দুষ্টু স্যার' বলে। এসএসকেএম হাসপাতালে আপাতত ওই ছাত্রীটির অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

আর শ্রীঘরে জায়গা হয়েছে শিক্ষকরূপী ওই দুই ব্যাভিচারীর। যাদবপুর থানায় দফায় দফায় জেরার পর গ্রেফতার করা হয় ওই দুই 'শিক্ষক' অভিষেক রায় ও মহম্মদ মফিজুদ্দিন। জানা গিয়েছে শিশুদের ওপর যৌন নিগ্রহ মোকাবিলা বা পকসো আইনে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এই আইনে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সংস্থান রয়েছে। যদিও এই দুই শিক্ষক গ্রেফতারের পরেও ক্ষোভ মেটেনি অভিভাবক তথা স্থানীয় মানুষের। ওই স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে প্রিন্সিপ্যালকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার দাবি তোলা হচ্ছে।

এলেন মমতা, বাদ গেলেন রবিঠাকুর ও হ্যামিলটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিশ্ববাংলাকে নিয়ে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে রাজ্য। আপাতত শেষ সংযোজন বাংলার রসগোল্লা।

১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা তথা ভারতবর্ষ কে বিশ্বদরবারে এক উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার পেয়ে।

ঠিক প্রায় তেমনই ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাশ্রীকে বিশ্বমাঝে তুলে ধরে বাংলাকে সম্মান এনে দিয়েছেন।

২০১১ সালে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সুন্দরবন সফরে গিয়েছিলেন গোসাবায়। আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গত ৩০

নভেম্বর তাঁর আগমন। উল্লেখ্য সেই আগমনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে নীল–সাদা রংয়ের প্রলেপ পড়েছে গোসাবার সর্বত্র। আলোকমালায় আলোকিত সভাস্থল, লোক দেখানোর জন্য নিরাপত্তার নামে দু–একটি খেয়াঘাট বাদ দিয়ে সর্বত্র বাঁশের ব্যারিকেড করা হয়েছে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী সভা করবেন সেই সভা লাগোয়া ঢালাই রাস্তাগুলি জল দিয়ে ঝাঁটা মেরে পরিষ্কার করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে রাজকীয় পরিবেশ।

এতকিছুর মাঝে বাংলার এই ঐতিহ্য প্রশ্নের মুখে। প্রত্যন্ত গোসাবা দ্বীপে অবহেলিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি,তাঁর বেকন বাংলো এবং গোসাবার গোড়াপত্তনকারী ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সাহেবের মূর্তি। কোথাও কোন রংয়ের প্রলেপ পড়েনি।

উল্লেখ্য গোসাবা দ্বীপে জমিদারী করতে ১৯০৩ সালে এসেছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন। ব্রিটিশদের কাছ থেকে গোসাবা, রাঙাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়ার ১২২৫৭ বিঘা জমি ইজারা নিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এলাকায় সমবায়, গ্রামোন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়ে শ্রীবৃদ্ধি সঞ্চার করেছিলেন। আর সেই ঐতিহাসিক শ্রীবৃদ্ধি চাক্ষুস করার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন হ্যামিলটন সাহেব।

এরপর পাঁচের পাতায়

দীর্ঘমেয়াদী দৌড়ের সূচনা, বছর শেষেও বুলদের আস্ফালন জারি

পার্থসারথি গুহ

নানাধরনের নতুন উপকরণ নিয়ে ২০১৭ এর ইনিংস শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বছর প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলল। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের, জুন ও সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ইতিমধ্যেই সাড়ে ৯ মাস হল ৯ হাজারের ওপর পাকাপোক্ত সংসার জমিয়ে বসে গিয়েছে নিফটি। ১০

অর্থনীতি

হাজারের ওপরেও বেশ কিছুদিন মৌতাতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে সেটাও মাস খানেক হল তো বটেই। অর্থাৎ আবহ সবদিক থেকেই তৈরি বুল বাজারকে সাদরে সম্বর্ধনা জানানোর। আর বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আমেরিকা–উত্তর কোরিয়ার উত্তেজনা চরমে ওঠা বা লেম্যান ব্রাদার্সের দুর্গ ধসে পড়ার মতো খবর ছাড়া ছোটখাটো খবরকে স্রেফ পাত্তাই দিতে চাইছে না শেয়ার বাজার।

এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ।

এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ২৪ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে।

ভারত সরকার এখন 'ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠতে চাইছে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে। লগ্নিকারীদের কাছে টানতে সরকার তথা অর্থমন্ত্রক আগামীতে অনেক রকম পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কথা ইতিমধ্যেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে। তাছাড়া সুদের হার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছে বলে মধ্যবিত্তদের একটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাও খুঁজছে সরকার। কারণ কেন্দ্র ভালোমতোই জানে বহু মধ্যবিত্তের সংসার চলে পেনশন ও ফিক্সড থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর। এবার সুদের হার যদি এভাবে পড়ে যেতে থাকে তবে তো তারা সমস্যায় পড়বেনই। এর বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একান্তভাবে চাইছে দেশের আম জনতা তাদের রোজগারের একটা অংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করুক। তার জন্য বাজারে এসে গিয়েছে অনেক নিত্যনতুন পলিসি তথা বন্ড।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ২০৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্লায়েন্ট সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, অ্যাকুইজিশন ম্যানেজার এবং সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ৩০৭ জন কর্মী নেবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগে।

শূন্যপদের বিবরণ : সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার : ২২৩টি (সাধারণ ১১৩, তফসিলি জাতি ৩৩, তফসিলি উপজাতি ১৭, ওবিসি ৬০)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। পূর্ণ সময়ের এম বি এ কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কাজে রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ১২–১২–২০১৭ তারিখে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অ্যাকুইজিশন ম্যানেজার : ৪১টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ১২–১২–২০১৭ তারিখে ২২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ক্লায়েন্ট সার্ভিস এক্সিকিউটিভ : ৪৩টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১১) শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ৬ মাসের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১২–১২–২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই ইনশিওরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং ন্যাশনাল

কাজের খবর

ইনস্টিটিউট অব সিকিউরিটিজ মার্কেট কর্তৃক প্রদত্ত ইনশিওরেন্স এবং মিউচুয়াল ফান্ড বিক্রয় এবং বন্টনের সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার।

তফসিলিরা ৫ ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofbaroda.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো দিয়ে করা সই (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) জেপিজি বা জে পি ই জি ফর্ম্যাটে আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা) ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

এনটিপিসিতে ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আই টি আই ট্রেনি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনি এবং ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনি পদে ৬৯ জন কর্মী নেবে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন। প্রথমে ১ বছরের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। মনে রাখবেন ২০১৬ সালের ৫ নভেম্বরে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাঁরা দরখাস্ত করেছিলেন তাঁদের আবার দরখাস্ত করতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : WR–II HQ/Raipur/Lara/AT/2017

শূন্যপদের বিবরণ : আই টি আই ট্রেনি : ফিটার : ৩০টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১৬টি (সাধারণ ১০, তফশিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৫)। ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক : ১২টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে ফিটার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান বা ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনি : মেটেরিয়াল/স্টোরকিপার : ৫টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে ফিটার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান বা ইলেক্ট্রনিকস বা ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ অথবা স্টোর কিপিং ট্রেডে এন সি টি ভি টি সার্টিফিকেট। সঙ্গে উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার চালনা এবং এম এস অফিসে ব্যবহারে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনি : কেমিস্ট্রি : ৬টি (সাধারণ ৫, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিস্ট্রিতে বি এসসি অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে স্নাতক।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি রা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড : প্রতি মাসে ১১,৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর, রায়গড় এবং রায়পুর। লিখিত পরীক্ষার পার্ট ওয়ানে প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং পার্ট টু–তে প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট এবং রিজনিং বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে মার্চে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.ntpccareers.net দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন :

* প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে–পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : DGM (HR Rectt.) NTPC Limited, Western Region–II Headquarters, 4th Floor, Magneto Offizo, Labhandi, GE Road, N. H.–6, Raipur (C.G)–492 001.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ওয়েস্টার্ন ন্যাভাল কম্যান্ডে চার্জম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন : চার্জম্যান পদে ৯৯ জন কর্মী নেবে ওয়েস্টার্ন ন্যাভাল কম্যান্ড। মেকানিক ও অ্যামিউনিশন অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ শাখায় নিয়োগ করা হবে।

শাখা অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ : মেকানিক : ৫৮টি (সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক। ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি বা ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা ইলেক্ট্রিক্যাল পড়ে থাকতে হবে। অথবা ইলেক্ট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

অ্যামিউনিশন অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ : ৪১টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক। ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি বা ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

বয়স : ২৫–১২–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : উভয় ক্ষেত্রেই ৩৫,৪০০–৮১,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল ইংলিশ (১০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বা লজিক্যাল রিজনিং (১০ নম্বর), সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (৭০ নম্বর) ও জেনারেল নলেজ (১০ নম্বর) বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.hqwncrecruitment.com অনলাইন দরকাস্ত করা যাবে ৫ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জে পি জি ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৩৫ কেবি সাইজের মধ্যে) ও কালো কালির সই (জে পি জি ফর্ম্যাটে ১৫ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। যথাযথ ভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.indiannavy.nic.in

নিখরচায় নার্সিং পড়িয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু মহিলা প্রার্থীকে ৪ বছরের বিএসসি নার্সিং কোর্স পড়িয়ে মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। অবিবাহিত, ডিভোর্সি, আইনত বিভিন্ন ও বিধবা পিছুটানহীন মহিলারা আবেদন করতে পারেন।

পড়ানো হবে সামরিক বাহিনীর নার্সিং কলেজে।

পড়াশোনা, থাকা–খাওয়ার জন্য কোনও খরচ নেই। কোর্স শেষে চাকরি হবে মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে, পার্মানেন্ট বা শর্ট সার্ভিস কমিশনে

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি (বটানি ও জুলজি) ও ইংরেজি নিয়ে এবং মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। পাশ করে থাকতে হবে প্রথম বারের প্রচেষ্টাতেই।

জন্মতারিখ : ১–১০–১৯৯৩ থেকে ৩০–৯–২০০১ এর মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অবজেক্টিভ টাইপ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। দেড় ঘন্টার পরীক্ষা। কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজিত হবে ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে মে মাস নাগাদ।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in ১১ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য আগ্রহীরা নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ ডিসেম্বর – ৮ ডিসেম্বর, ২০১৭

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

শব্দবার্তা ৫৬

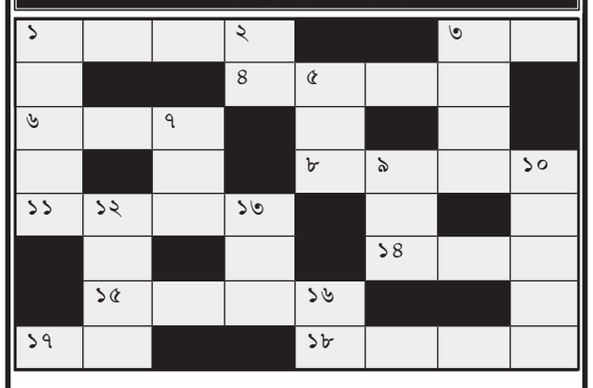

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বেষম্য ও সাম্য ৩। পরিশ্রমসহকারে চেষ্টা, প্রয়াস ৪। মুসলমানি বৎসরের প্রথম মাস ৬। পদ্ম ৮। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার ভাব বা অবস্থা ১১। শহরবাসী ১৪। এক তবলাযন্ত্র ১৫। ভূ–সম্পত্তি ১৭। স্তূপ ১৮। (আল.) অত্যন্ত বেহিসাবি খরচ।

উপর–নীচ

১। সরাই, চটি ২। ফুরালেই মৃত্যু ৩। ভয়ংকর আকৃতির লোক ৫। আনন্দিত ৭। মুকুল, মঞ্জরি ৯। পায়রা ১০। এখান থেকে তোলা হয় জ্বালানি ১২। সখী বা সই পাতানোর সম্পর্ক ১৩। মাদুলি, রসিদ ১৬। মক্ষিকা, '— মারা কোনি'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫৫

পাশাপাশি : ১। চারণকবি ৩। কান্ড ৫। পিছটান ৮। নতোন্নত ১১। আড় ১২। সংবাহিত।

উপর–নীচ : ১। চালচলন ২। বিধিলিপি ৩। কানকাটা ৪। নিরন্ন ৬। ছক্কড় ৭। নক্ষত্রপাত ৯। তোড়জোড় ১০। তর্কাভাস।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বন্ধ হল অবৈধ নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারুইপুরে অবৈধ নার্সিংহোম বন্ধ করে দিলো জেলা প্রশাসন। বারুইপুরে উত্তরভাগে এই অবৈধ নার্সিংহোম দীর্ঘদীন ধরে চলছিল। এই নার্সিংহোমটি আগেও একবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় মানুষদের দাবি বেশ কয়েক বছর ধরে এই নার্সিংহোমটি চলছিলো লাইসেন্স ছাড়া। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে বারুইপুর থানার পুলিশ সোমবার বন্ধ করে দেয়। নার্সিংহোমের মালিক পলাতক।

ডেঙ্গু নিধনে টোটো–চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজেদের এলাকায় ডেঙ্গুর উৎপাত কমানোর লক্ষ্যে শেষে নিজেরাই নিজেদের টোটো চালানো বন্ধ রেখে ঝাঁটা হাতে নেমে পড়লেন বেলুড় জেনারেল হাসপাতাল এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে টোটো চালানো কয়েক ঘন্টার জন্যে বন্ধ রেখে নিজেরাই ডেঙ্গুর মোকাবিলায় পথে নামলেন। হাসপাতালের ভিতরে বাথরুম, ফেলে দেওয়া মালপত্রের জায়গা সহ হাসপাতালের বাইরে বিশাল জলা জমি, আউটডোর, যাত্রী নিবাস এবং বাইরের বাথরুম, নর্দমা সহ একাধিক জায়গায় ব্লিচিং পাউডার, মশা মারার তেল ছড়ান হয়। প্রায় ১৫০ থেকে ১৭০ জন টোটোর চালকরা এই ডেঙ্গুনিধন যজ্ঞে সামিল হন বলে জানা যায়। টোটো চালকের এই সমাজ সেবামূলক কাজ দেখে স্থানীয় বিধানপল্লিসহ খামার পাড়ার বাসিন্দারা ভীষণ খুশি বলে স্থানীয় ভাবেই জানা যায়। বেলুড়ের ধর্মতলা রোডের এক টোটো চালক উত্তম দাস বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই দেখতে পাচ্ছি ডেঙ্গুর ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা। অথচ পুরপ্রশাসন ভীষণরকম উদাসীন, তাই এলাকার বাসিন্দাদের কথা ভেবেই আমাদের এই চিন্তা ভাবনা বলে জানান উত্তমবাবু। উত্তমবাবুদের এই সমাজ চেতনার কাজে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

বাসন্তীতে ঘরে আগুন দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় চুপিসারে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালালো দুষ্কৃতীরা। গত ২৭ নভেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার ভরতগঞ্জ অঞ্চলের মহেশপুর গ্রামের গৌর মণ্ডল ও চরণ মণ্ডলের বাড়িতে রাত ১১:৩০ মিনিট নাগাদ পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান দুষ্কৃতীরা ।ঘুমিয়ে থাকা মানুষ জন কোনোমতে বাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসেন তাই প্রাণে বেঁচে যান এ যাত্রা। ক্ষতি হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ও নগদ চল্লিশ হাজার টাকা। একটি গরু মারা গেছে ও দুটি গরুর চামড়া পুড়ে গেছে গুরুতর ভাবে । এই ঘটনার পেছনে কে বা কারা জড়িত আছেন সেই বিষয়ে খোঁজ খবর চালাচ্ছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

গাড়ির মধ্যে ২ টি মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ রাস্তার পাশে খালের মধ্যে পড়ে থাকা দরজা বন্ধ গাড়ির ভিতর থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে ঘুটিয়ারি শরিফ ষ্টেশন লাগোয়া পথের দাবি এলাকায়। মৃত দুই ব্যাক্তি হলেন মহাদেব দে (৩৬),গৌতম হালদার (৩৯)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত দুজন এলাকার একটি গ্যারেজে গাড়ি মেরামতির কাজ করতেন। এদিন সম্ভবত একটি গাড়ি মেরামত করে ঠিক আছে কিনা চালিয়ে দেখার সময় গাড়িটি রাস্তার পাশে খালে উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এদিন ভোরে একটি গাড়ি খালের মধ্যে দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ গাড়িটি তুলে দুটি মৃতদেহ পায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০১১ সালে সুন্দরবন সফরে গোসাবায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বৃদ্ধা ভবানী দেবনাথের বাড়ি গিয়ে সাহায্যের আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ভবানীদেবীর পুত্রবধূ আরতী দেবনাথ ভেবেছিলেন এবার হয়তো ব্যস্ততার মাঝে তাদের খোঁজ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু না। সব জল্পনা শেষ। মুখ্যমন্ত্রী সভা করে ফিরে গেলেন।

বারুইপুরে দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্য সরকার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের জন্য রাজ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচার করলেও তা যে মানা হচ্ছে না তার প্রমাণ মিললো বারুইপুরে। সম্প্রতি বারুইপুর থানার বকুলতলায় সকালে অটোতে করে যাচ্ছিলেন মায়া দেবী। বারুইপুর স্টেশনের দিকে। তিনি অটোর ধারে বসেছিলেন। হঠাৎ করে উল্টোদিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসে একটি পিকআপ ভ্যান। পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে অটোর। মায়া দেবী ছিটকে পড়ে যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই মৃত্যু হয়। মায়া দেবী বসবাস করতেন বারুইপুরে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বৈদ্যপাড়ায়। ওনার বয়স হয়েছিলো ৫০। স্থানীয়রা পিকআপ ভ্যানটিকে ধরে ফেলে কিন্তু চালক ও খালাসী চম্পট দেয়।

গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল বৃদ্ধাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্থানীয়দেরসোনারপুরের কোদালিয়ায় ধোপা পাড়ায় এক বৃদ্ধাকে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার অভিযোগ উঠলো পুত্র ও পুত্রবধুর উপরে। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডে এই ঘটনাটি ঘটে। কিছু দিন আগে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাসকে বাসিন্দারা জানান মিতা দাস নামে এক ৯২ বছরের বৃদ্ধাকে তার পুত্র ও পুত্রবধু প্রতিদিন বাড়ির সামনে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। মিতাদেবীর ছেলে খোকন দাস সোনারপুরে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মী। পুত্রবধু রিতা দাস বলেন, আমার শাশুড়ীর বয়স ৯২। যে কোন সময় অন্য দিকে চলে যেতে পারে বলেই এই ভাবে আমরা বেঁধে রেখেছি। স্থানীয়রা খবর দিতেই পল্লব দাস ছুটে যান ধোপা পাড়ায় মিতা দেবীর বাড়িতে। পৌঁছে দেখেন গাছের সঙ্গে বাধা রয়াছেন মিতা দেবী। ডাঃ পল্লব দাস নিজে হাতে বাঁধন খুলে দেন।

তাদের অভিযোগ, সার বছর শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় এই বৃদ্ধাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে রেখে যায় পুত্র ও পুত্রবধু। পল্লব বাবু বলেন এই দৃশ্য চোখে দেখা যায় না এতোটাই অমানবিক। বৃদ্ধ বয়সে মা বাবারা চান একটু আদর যত্ন বা ভালোবাসা। ছেলেদের কাছ থেকে ওঁনারা আশা করেন। এই সব না করে মাকে এরকম ভাবে রাস্তায় দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। চেয়ারম্যানকে রীতা দেবী বলেন শাশুড়ীর জন্য আয়া রাখা হয়েছে দেখাশুনা করার জন্য। চেয়ারম্যান বলেন তাহলে তো আয়া দেখাশুনা করতে পারে যাতে করে অন্যত্র চলে যেতে না পারেন।

এছাড়া আয়া থাকলে বেঁধে রাখার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। চেয়ারম্যান বলেন এবার বাড়িতে দিয়ে গেলাম। ফের যদি দেখি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তখন কিন্তু কড়া আইনের ব্যবস্থা নেবো।

গ্রেফতার ভূয়ো চিকিৎসক

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরে ফের ভূয়ো ডাক্তার ধরা পড়ল। সোনারপুর স্টেশন থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে গঙ্গাজোয়ারা। সেখানে তিনি চেম্বার খুলে বসেছিলেন। এলাকায় পরিচয় ছিল ডাঃ প্রীতম সাহা নামে। ধরা পড়লে আসল পরিচয় জানা যায়। তার নাম কৌশম আলী মল্লিক, বর্ধমানের মেমারী রানিহাটি গ্রামের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গাজোয়ারাতে ডাক্তার সেজে বুক ফুলিয়ে ডাক্তারি করে গেছে। একটি বিশেষ সূত্রে মানবাধিকার সংগঠনে খবর আসে যে এক ডাক্তার নিজের প্যাডে এমবিএস(ক্যাল) লিখে ডাক্তারি করছে। নিজের পরিচয় হিসেবে বলত সে নাকি এক্স হাউস ফিজিশিয়ান কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের ডাক্তার।

গত শনিবার চিন্ময় মন্ডল হিউম্যান প্রটেকশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অর্গানাইজেশনের এক সদস্য রোগী সেজে ডাঃ প্রীতম সাহাকে দেখাতে আসেন। চিন্ময় বাবুকে দেখার পর প্রেসক্রিপশন করে প্রীতম। সেই প্রেসক্রিপশনে রেজিস্ট্রেশন নম্বর

না থাকায় চিন্ময়বাবু অনুরোধ করেন রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে। কিন্তু তিনি এড়িয়ে যান। তখনই সন্দেহ হয় চিন্ময়বাবুর। এই ঘটনা মানবাধিকার সংগঠনের রাজু ঘোষকে জানানো হয়। অভিযোগ পেয়েই খোঁজখবর নিতে শুরু করেন রাজু। একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে, কৌশম ওরফে প্রীতম কম্পাউন্ডারের কাজ করত আসল ডাঃ প্রীতম সাহার কাছে। ডাঃ প্রীতম সাহা নবদ্বীপের বাসিন্দা। আজ থেকে ২০–২৫ বছর আগে মারা যান তিনি। কৌশম নবদ্বীপ থেকে চলে আসেন সোনারপুরের গঙ্গাজোয়ারায়। ডাঃ প্রীতম সাহার নামে এই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৫৩২২৬ দিয়ে ডাক্তারি করার জন্য। বহু দিন ধরে প্রীতম সাহার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তার নাম ব্যবহার করে আসছে কৌশম আলী মল্লিক। গরিব মানুষদের ঠকিয়ে গঙ্গাজোয়াড়ায় শুধু চেম্বার করেন নি কৌশম সেখানে এক বিশাল নার্সিং হোম তৈরি করেছে। নার্সিং হোমের নাম দেয় বেলভিউ। কলকাতার এক বড় নার্সিং হোমের নামে। এরপর মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীরা সোনারপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এসে কাগজ পত্র দেখতে চাইলে সঠিক কাগজ দেখাতে না পারায় থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় কৌশম আলি মল্লিকে।

হাসপাতালের কীর্তি–কলাপে জনরোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাসপাতালে দুর্ব্যবহার, হৈ চৈ গণ্ডগোল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ দূষণ লেগেই আছে। স্বচ্ছ ভারত হোক আর নির্মল বাংলা হোক কোনও কিছুতেই জনরোষ কমছে না। সম্প্রতি উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে এই সমস্ত ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে হাসপাতাল সুপার থেকে সহ সুপার কাউকেই অফিস আওয়ারে পাওয়া যাচ্ছে না। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অনিয়মিতভাবে হাসপাতালে স্বেচ্ছাচার বেড়েই চলেছে। হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারে কর্মরত ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে জনজীবন অতিষ্ট।

নারী–পুরুষদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা লেখা থাকলেও কার্যত দেখার লোক নেই। আর্য়ুবেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে রুম নং ২৩এ, বলা থাকলেও কাউন্টারে এরজন্য কোনও হোর্ডিং–এর ব্যবস্থা নেই, যাতে জনসাধারণ জানতে পারে। হাসপাতালে কিছু দাদা আছেন যারা কোনও ব্যাপারে জানতে চাইলেই চড়াও হয়, রোগী আর তার আত্মীয়ের উপর। এখানে বরিষ্ঠ বা কনিষ্ঠ কারুর রেহাই নেই। রোগীর বক্তব্যের সঙ্গে টিকিটের সাদৃশ্য থাকে না। বেশি জানতে চাইলে বিভিন্ন ধরনের হুমকির সম্মুখীন হতে হয় কাউন্টারে।

মিলে মিশে কাজ করুন, উন্নয়নটা আমার ওপর ছাড়ুন : মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের গোসাবার হ্যামিলটনের মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩০ নভেম্বর সরকারি পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলকে প্রতিহত করতে কড়া বার্তা দিলেন। তিনি গোসাবা ও বাসন্তীর বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর ও গোবিন্দ নস্করের নাম করে বলেন, আপনারা ঝগড়া করবেন না। মিলে মিশে চলুন। ঝগড়া করলে ব্রেনের ক্ষতি হয়। উন্নয়নটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তিনি বলেন, রাজ্যে মানুষের সরকার চলছে। আমার ওপর আস্থা রাখুন। শীঘ্রই গদখালিতে ব্রিজ তৈরি হবে। সুন্দরবনের যোগাযোগ ও পর্যটন ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন করা হচ্ছে।

খুব শীঘ্রই সুন্দরবনকে পৃথক জেলা ঘোষণা করা হবে।

তিনি মাঠ ভর্তি জনসমাবেশে ঘোষণা করেন, সরকারি আধিকারিকরা কাজ না করলে, সরাসরি আমার বাড়িতে চলে আসুন। সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি যে চিন্তা ভাবনা করছেন সে বার্তাও দেন।

বিজেপির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, বিজেপির কোনও কাজ নেই, দেশে দাঙ্গা বাধিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। ওদের থেকে সাবধানে থাকতে জনগণকে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপি ঠেকাতে মরিয়া তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মুকুল রায় বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই বাংলা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিজেপির কদর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের রেলমাঠে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ থেকেই তেমনই আশঙ্কার সঞ্চার হল। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জী, মন্ত্রী শোভন চ্যাটার্জী, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর, শ্যামল মন্ডল, শওকাত মোল্লা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহসভাপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য এর আগে জেলায় কোনও মিটিং মিছিলে ক্যানিং মহকুমা এলাকার বিজেপির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে চিন্তিত দেখায়নি কিংবা বিজেপিকে নিয়ে খুব বেশি বাক্যব্যয় করতে হয়নি তৃণমূল নেতৃত্বের।

শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং রেলমাঠের জনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অপকর্ম, সাম্প্রদায়িক উস্কানি মূলক কে তুলোধনা করেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

দমকল ও পরিবেশ মন্ত্রী তথা কলকাতার মহানাগরিক শোভন চ্যাটার্জী বলেন, শান্ত বাংলাকে অশান্ত করে তুলতে চাইছে বিজেপি। নোট বাতিল করে ডিজিটাল ইন্ডিয়া করার কথায় দেশের মানুষ কে প্রতি পদে পদে বিপদে ফেলা হয়েছে। আবার শুরু হয়েছে আধার। আমাদের কে বোকা বানিয়ে অন্ধকারে রাখতে চাইছে বিজেপি সরকার। সেটা বাংলাতে কখনও হতে দেবো না। এদিন তিনি মুকুল রায়ের নাম না করে বলেন কয়েকটা

পচা ফল ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই পচা ফল নিয়ে বিজেপি রোপন করে বৃক্ষের আশা করছে, এটা বাংলার মাটিতে কখনও সম্ভব নয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিবাস্বপ্ন দেখছে।

তৃণমূলের মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী বিজেপির কৈলাশ বিজয় বর্গীয়কে নিশানা করে বলেন ছোট বেলায় শুনতাম দেশে বর্গী এসেছে। আর এখন শুনতে পাই ক্যানিং এ বর্গী আসছে মাঝে মাঝে। বর্গীদের উপর আমাদের নজর রাখতে হবে। বিজেপি যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে রাজ্যে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় তা আমাদের কে শক্ত হাতে মোকাবিলা করে বাংলা কে রক্ষা করতে হবে। এরপর যদি ক্যানিং এ কোন প্রকার ছোটখাটো অশান্তি পাকায় বিজেপি তাহলে পঞ্চায়েত সমিতির নেতৃত্ব কিংবা জেলা নেতৃত্ব দেখবে। বেশি বাড়াবাড়ি হলে আমরা আসবো। উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী, গোসাবা কিংবা ক্যানিং এ যে তৃণমূল দলের গোষ্ঠী কোন্দল নেই সেটা প্রমাণ করতেই জেলার সকল নেতৃত্ব আজ ক্যানিংয়ের জনসভায় একই মঞ্চে উপস্থিত থেকে বিরোধী দলের কাছে বার্তা দিল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আবার বিরোধীদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ শাসকদল। ফলে আগামী ৩০ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী গোসাবায় একটি জনসভা করবেন সেটা আগাম জানিয়ে দেওয়া হয় এদিন জনসভায়। এদিন জনসভায় প্রচুর জনসমাগম ছিল নজর কাড়া।

ভদ্রেশ্বরে নিহত পুরপ্রধানের বাড়িতে বিজেপির প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান খুন হওয়ার ঘটনায় তৃণমূল–বিজেপি কাদা ছোড়াছুড়ির মধ্যেই সোমবার মৃত চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। সোমবার সন্ধ্যায় জেলা সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল নিহত চেয়ারম্যানের বাড়িতে যান। ওই প্রতিনিধিদলে ভাস্কর ভট্টাচার্য ছাড়াও হাজির ছিলেন বিজেপির জেলার নেতা কর্মীরা। এদিন নিহত চেয়ারম্যানের লোকজনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। প্রায় আধঘন্টা বৈঠকের পর বিজেপি নেতারা ভদ্রেশ্বরের চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। চেয়ারম্যান খুনের ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, চেয়ারম্যান খুনের এই গোটা ঘটনায় আমি সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। কারণ এই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন জানত। তারপরও পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিল না বলে প্রশ্ন তোলেন তিনি। ভাস্করবাবু বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করলে ভদ্রেশ্বর থানার কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতী যোগ ও সিন্ডিকেট যোগের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দাবি, তদন্তের নামে পুলিশ ভদ্রেশ্বরের বিভিন্ন এলাকার বিজেপির নেতা কর্মীদের হেনস্থা করছে।

ধরা পড়ল খুনিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভদ্রেশ্বরের গুলিতে নিহত পুর প্রধান মনোজ উপাধ্যায়ের খুনিরা অবশেষে ধরা পড়ল। বারানসীর একটি হোটেল থেকে তারা ধরা পড়ে। ধৃতদের নাম রাজু চৌধুরী, রতন চৌধুরী, আকাশ চৌধুরী, রাজেশ চৌধুরী, কৃষ্ণ চৌধুরী, দেবু পাকড়ে ও সন্তোষ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,

পুরপ্রধান মনোজবাবুকে খুন করার পরেই তারা এই রাজ্য থেকে পালিয়ে বিহার হয়ে বারাণসীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মোবাইলের নেটওয়ার্ক ও নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমেই পুলিশ অপরাধীদের ধরে ফেলে। গত মঙ্গলবার ২১ নভেম্বর রাতে পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায় খুন হন। ঘটনার দিনই মুন্না রাই নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর এক সপ্তাহের মাথায় বাকি অপরাধীরাও ধরা পড়ে। তাদেরকে দফায় দফায় জেরা করছে পুলিশ।

প্রতিবন্ধী নাতিকে স্টেশনে ফেলে চলে এলেন ঠাকুরদা, ফেরাল চাইল্ড লাইন

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার: গরিবের পেট বড়ো শত্রু, নিজের অধিকার সে বুঝে নেবেই। সেখানে কোনও আবেগ অনুভূতি বা সম্পর্কের মতো কোনও শব্দ কাজ করে না। তাই তো নিজের অসহায়, প্রতিবন্ধী নাতিকে স্টেশনে ফেলে আসতে দ্বিধা করেনি বৃদ্ধ অভাবী ঠাকুরদা পরেশ মালিক।

জন্ম থেকেই সে প্রতিবন্ধী। হাঁটা–চলা দূরের কথা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মুক বধির এই ছোট্ট ৬ বছরের শিশু গোবিন্দ মালিক দিনের বেশিক্ষণ সময় একটি প্লাস্টিকের চেয়ারে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায়ে বসে থাকে। বাঁধা থাকে দু'টো হাতও। গোবিন্দকে দেখাশোনা করতে গিয়ে তিতিবিরক্ত পরিবার। গোবিন্দের দেখভালের দায়িত্ব এখন ঠাকুরদার ওপর। কিন্তু সেই ঠাকুরদাও নিরুপায় হয়ে গত শুক্রবার বিকেলে নাতি গোবিন্দকে শিয়ালদহ স্টেশনে বসিয়ে রেখে চলে এসেছিলেন। এক হকার গোবিন্দকে পড়ে থাকতে দেখে চাইল্ড লাইনকে জানায়। চাইল্ড লাইন গোবিন্দকে একটি হোমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ২ দিন কেটে যাওয়ার পর প্রতিবেশীদের চাপে শিয়ালদার একটি হোম থেকে আবার গোবিন্দকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ঠাকুরদা। তবে অভাবী ঠাকুরদা পরেশ মালিক প্রতিবন্ধী নাতিকে নিয়ে বড় অসহায়। চাইছেন সরকারি সাহায্য ও চিকিৎসার আশ্বাস।

ফলতার শওলা গ্রাম। বছর সত্তরের পরেশ। পেশায় দিনমজুর। তাঁর দুই ছেলে রাজীব ও সঞ্জীব। বড় ছেলে রাজীব বছর আটেক আগে বিয়ে করেন। রাজীব কলকাতার একটি কারখানার শ্রমিক ছিলেন। বিয়ের দু'বছরের মাথায় গোবিন্দের জন্ম হয়। জন্মের কয়েক মাসের মধ্যে পরিবার জানতে পারে গোবিন্দ ১০০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। ছেলে প্রতিবন্ধী জেনে রাজীব মানসিক ভারসাম্য হারায়।

সংসারে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে রাজীব আত্মঘাতী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী মুনমুন প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে আতান্তরে পড়ে যান। কিছুদিন ছেলেকে নিয়ে হাওড়ায় বাপেরবাড়িতে চলে যান। কিন্তু রাজীবের বাবা পরেশ নাতিকে কাছে রাখার জন্য বৌমা মুনমুনের ওপর চাপ দিতে থাকেন।

বছর ২ আগে মুনমুন ছেলেকে শ্বশুরবাড়ি তুলে দিয়ে যান। তখন থেকে গোবিন্দ ঠাকুরদার কাছেই থাকে। মুনমুন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগও রাখেন নি। বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে হাতের কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান তিনি।

এর মধ্যে গোবিন্দর চিকিৎসার জন্য কলকাতার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে সেই চিকিৎসা বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি। গোবিন্দের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গগুলো আরও অচল হতে শুরু করেছে। মল, মূত্র সব বিছানায় করে ফেলে সে। ঠাকুরদা পরেশ সবসময় গোবিন্দকে দেখভালের দায়িত্বে আছেন। নাতির জন্য কাজেও যেতে পারেন না তিনি। ঠাকুরদা দেখভাল করলেও ঠাকুরমা শৈবা মালিক কিন্তু নাতিকে কাছে রাখতে রাজি নয় বলে প্রতিবেশীদের দাবি। গোবিন্দর মল, মূত্রের গন্ধ নিয়ে পরেশের সঙ্গে শৈবার বিবাদ লেগেই আছে। এমনকি গোবিন্দকে কেন্দ্র করে একই বাড়িতে পরেশের সঙ্গে আলাদাই থাকেন শৈবা। গত বৃহস্পতিবার মালিক দম্পতির মধ্যে বচসা চরমে ওঠে। অভিযোগ, শৈবা পরেশকে জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন।

কোনওক্রমে গণ্ডগোল থেমে গেলেও ঠাকুরদা নাতিকে নিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন। শুক্রবার সকালে নাতিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন পরেশ। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করার পর গোবিন্দকে শিয়ালদা স্টেশনে বসিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে আসেন পরেশ। গোবিন্দ দীর্ঘক্ষণ স্টেশনে পড়েছিল। রাত বাড়ার পর কেউ গোবিন্দকে নিতে না আসায় সন্দেহ হয়। তখন এক হকার স্টেশনের চাইল্ড লাইনে খবর দেন। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা গোবিন্দকে উদ্ধার করে নিয়মমাফিক একটি হোমে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে পরেশ গ্রামে এসে প্রতিবেশীদের মিথ্যে বলেন। একটি হোমে মাসিক ৫০০ টাকা বিনিময়ে গোবিন্দকে রেখে এসেছেন বলে জানান পরেশ। ২ দিনের মাথায় প্রতিবেশীদের চাপে গোবিন্দকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন পরেশ। চোখ মুছতে মুছতে পরেশ বলেন, আমি নাতিকে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম কোনও ভাল মানুষ অন্তত ওকে তুলে নিয়ে যাবে। ২দিন পর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। আমি চাই কোনও প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি গোবিন্দর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক।'

তবে গরিবের পেট গরিবের শত্রু হলেও কখনও কখনও পারি–পার্শ্বিক চাপেও কিছুটা আবেগের তাড়নায় সেই শত্রুতা জয় করা যায়। ঠিক যেমন করেছেন পরেশ মালিক। কিন্তু এর সাথে সাথে তিনি চান সরকার বা কোনও স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা যদি তার এই বিকলাঙ্গ নাতির দায়িত্ব নেয় তাহলে তার পরিবার ভালো থাকে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ২ ডিসেম্বর – ৮ ডিসেম্বর

মমতা–মুকুলে ভারসাম্য রাখছে বিজেপি

সারদা ও নারদ কাণ্ডে রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী–সাংসদ–নেতার নাম সামনে চলে এসেছে। এর মধ্যে হাজতবাসও হয়েছে অনেকের। তার মধ্যে চিত্রতারকা সাংসদ পর্যন্ত রয়েছেন। দীর্ঘ কারাবাস জীবন কাটিয়ে বেশ কিছুদিন হল স্বাভাবিক জীবনে চলে এসেছেন সাংসদ সাংবাদিক কুণাল ঘোষ। সবথেকে বড় কথা বিজেপি ও তৃণমূল পরস্পরের এত লড়াইয়ের মধ্যে বিশেষ করে আলোচিত হয়েছে সারদা–নারদ ইস্যু। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি খুব অদ্ভুত। কখনও মনে হয় যেন বিজেপি ও তৃণমূল মারাত্মক যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ। আর তাদের মধ্যে এই রেষারেষির জেরে এই তদন্ত এক এক ফ্রেজে একেক রকমভাবে এগিয়েছে। অনেকটা ক্রিকেটের উদাহরণ ধার করলে সাধারণের কাছে বিষয়টি অনেকটা স্পষ্ট হবে। ক্রিকেটে স্লগ ওভারে যেমন মার মার কাটারি ব্যাটিং চলে , ঠিক তেমনই মাঝে মধ্যেই এমন গেল গেল রব ওঠে যে মনে হয় শাসক দলের এবার বারোটা বাজতে আর বেশি বাকি নেই। তার কিছুদিন পর আবার সেই তদন্ত যেন মান্ধাতার আমলের টেস্ট ব্যাটিং শুরু করে দেয়। যার ভিত্তিতে 'দুষ্টু লোকেদের' বিজেপি–তৃণমূল সেটিং তত্ত্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। ব্যাপারটা অনেকটা সেই ইন্দিরা–রাজীব বা নরসিংহ রাওয়ের আমলের দিল্লি কংগ্রেস আর রাজ্য সিপিএমের সেটিংয়ের মতো। তখন রাজ্যে সিপিএমের হাতে রোজ শত শত কংগ্রেস কর্মী আক্রান্ত হলেও দিল্লি তাতে কোনও নড়চড় করত না। বিনিময়ে দিল্লির কংগ্রেসি সরকারকে স্থায়িত্ব দিত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। বস্তুত রাজ্যে কং–বাম জোট নিয়ে যারা হৈ হৈ করেছেন তাঁদের জানা উচিত কং–বামের এই মিত্রটা বহু পুরনো। রাজ্য ভিত্তিক না হলেও ওপরমহলে তা ছিল নিবীড়। সেই একইভাবে এখন মোদী সরকার তথা বিজেপি শত্রু মনে করে কংগ্রেস ও বামেদের। বামেদের ভোট ব্যাঙ্ক ছিনিয়ে নেওয়াই এখন তাদের মূল লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই গর্জন করুন না কেন, তা নির্বীষ বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারের কাছে। তাই মাঝেমধ্যে টাইট দিতে যতই সিবিআই–ইডি এ রাজ্যে আস্ফালন দেখাক না কেন, তা যে অন্তঃসারশূন্য সেটা বোধহয় একজন নবিশও বোঝে। হালফিলে অবশ্য বিজেপি–তৃণমূল সেটিংয়ের গপ্পে এক নতুন ক্লাইম্যাক্সের আবির্ভাব ঘটেছে মুকুলরূপে। আপাতত এই তৃণমূলত্যাগীকে সাদরে গ্রহণ করে যে কোনও রাজ্য থেকে ফের রাজ্যসভায় জিতিয়ে আনার সিদ্ধান্তও নিয়েছে বিজেপি। একইসঙ্গে প্রাক্তন রেলমন্ত্রীকে রাজ্যে তৃণমূল বিরোধী সর্বাত্মক দায়িত্বও খুব সম্ভবত সঁপতে চলেছে পদ্ম শিবির। সেক্ষেত্রে কৈলাশনাথ বিজয়বর্গীয়র সঙ্গে মনিটরিং করেই কাজ করবেন মুকুলবাবু। একদিকে মুকুল রায়কে সামনে রেখে বিজেপি এ রাজ্যে তাদের ঘর গোছানোর কাজ যেমন চালিয়ে যাবে যেমন তেমনই অন্যদিকে সিবিআই, ইডি'র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি শাসক দলকে ব্যাকফুটে রাখার কাজটা সুকৌশলে করে যাবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কিন্তু এক মিনিটের জন্য যে মুখখানি দেখিয়াছিলাম, যাহাকে আমি ভালবাসি, সেই মুখখানিই আমার মনে ভাসিয়া উঠিল, আর সব মুখগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার বিশেষ আসক্তিবশতঃ অন্যান্য মুখগুলি অপেক্ষা ঐ মুখখানিই আমার মনে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।শারীরিক দিকদিয়ামুখগুলিদেখার কাজ একরূপই, যেমুখগুলি আমি দেখিয়াছি সবগুলির ছবিই আমার অক্ষিজালের উপর পড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক ঐ ছবি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মনের উপর উহাদের প্রভাব একরূপ হয় না।বেশির ভাগ মুখ হয়তো সম্পূর্ণ নুতন ছিল, এমন সব নুতন মুখ হয়তো দেখিয়াছি, যেগুলি সম্বন্ধে আমি পূর্বে কখনো চিন্তাই করি নাই। কিন্তু যে মুখখানি একবার মাত্র চকিত দর্শন পাইয়াছি,তাহার সহিত চিত্তের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। হয়তো কত বৎসর ধরিয়া মনে

মনে তাহার ছবি আঁকিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত নিষয় জানিতাম, এখন এই নতুন করিয়া দেখায় মনের শত শত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অন্য বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেতফলেমনে যে সংস্কার পড়িয়াছে, ঐ একখানি মুখ মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সংস্কার ফেলিয়া মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিবে।

অতএব অনাসক্ত হও,সব ব্যাপার চলিতে থাকুক,মস্তিষ্ক কেন্দ্রগুলি কর্ম করুক।নিরন্তর কর্ম কর,কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না করিতেপারে।তুমি যেন সংসারের বিদেশি পথিক,যেন দুদিনের জন্য অসিয়াছ এইভাবে কর্ম করিয়া যাও। নিরন্তর কর্ম কর,কিন্তু নিজেকে বন্ধনে ফেরিও না, বন্ধন বড় ভয়ানক। এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নয়। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি, এই সংসার এ পৃথিবী সেগুলিরই একটি। সাংখ্যের সেই মহাবাক্য স্মরণ রাখিও সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়। আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন। ইহার অন্য কোন অর্থ নাই।

ফেসবুক বার্তা

দাদু পড়াচ্ছেন নাতনিকে। এই মধুর দৃশ্যটি ফেসবুকের জানালায় দেখামাত্রই সকলের সাথে শেয়ার করা হল।

পদ্মাবতী আলাউদ্দিন খলজিকে জুতো পেটা করছে এই স্বপ্ন দৃশ্যটা কী বাস্তব সম্মত হত?

নির্মল গোস্বামী

প্রথমেই পাঠকদের অবগত করতে চাই যে আমি আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে যা বলব তা সর্বৈব সত্য। কোথায় মিথ্যে নেই বা নিবন্ধের প্রয়োজনে কল্পনা জুড়ে দেওয়ারও ব্যাপার নেই। শিব্রাম চক্রবর্তী একবার একজনকে বলেছিলেন যে স্বপ্নে যখন খাবি পান্তা ভাত খাবি কেন? চপ, কাটলেট, ফিশফ্রাই খাবি। আমার জীবনে ওই কথাটা যেন ধ্রুব সত্য হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তখন বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। একদিন স্বপ্ন দেখলাম বাজপেয়ীজি আমায় বলছে নির্মল তোমায় একটা কাজ করতে হবে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এসেছে, সঙ্গে তার স্ত্রীকন্যাও এসেছে— বিল ক্লিন্টনের কন্যাকে এবং আমার মেয়েকে নিয়ে তুমি গ্রাম ঘুরিয়ে আন। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে তাদের নিয়ে আমি আমার গ্রামে ঘোরাতে নিয়ে গেলাম। মানিক ভুঁইয়াদের দরজায় তাদের নিয়ে বসিয়েছি। ভুঁঙেদের বউরা তাদের চ্যাটাইয়ে (খেঁজুর পাতায় বোনা) বসতে দিয়েছে। ধানের গোলা দেখালাম। ধানের গাদা দেখালাম। পুকুর দেখালাম (ওই পুকুরে ছোটবেলায় সাঁতার কেটেছি) তেঁতুল গাছ দেখলাম এবং পাকা তেঁতুল পেড়ে খাওয়ালাম। তার পর ঘুম ভেঙে লে। অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি জ্যোতি বসুকে নিয়ে। একবার স্বপ্ন দেখি জ্যোতিবাবু যেন একটা চিঠি দিয়ে আমায় বলছেন, এটা খুব গোপন চিঠি তুমি দিল্লি গিয়ে বাজপেয়ীর হাতে দিয়ে আসবে। এই কদিন আগে আমাদের দিকে স্বপ্নে দেখলাম। খুবই ঘরোয়া পরিবেশে আমি, দিদি আর বর্তমান মেয়র বসে বসে চা খাচ্ছি আর গল্প করছি। প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রকে অনেকবার স্বপ্নে দেখেছি। আর এই লেখা যখন লিখছি তার আগের দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমার আরাধ্য মহাপুরুষ (নামটা বললাম না)। আমাকে দেখা দিয়ে বলছে যে তোকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলাম। আর স্বপ্নের ফর্দ না বাড়িয়ে বলতে চাই যে স্বপ্নে এও বাস্তব হয়ে ওঠে। ফলে স্বপ্ন দেখার উচিৎ অনুচিৎ বিষয় থাকে না। যা দেখে নিতান্ত তারই বিষয়। যাকে নিয়ে দেখে তার তো কিছু ভূমিকা থাকে না। জানি না আমি যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি তারা আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারবে কিনা। আমাদের আইনে সেই প্রভিশন আছে কি তা আমার জানা নেই। প্রত্যেক মানুষেরই স্বপ্ন বিচারী মন থাকে। তারা স্বপ্ন দেখে কিন্তু বিষয়ের মাথা মুন্ডু সব সময় থাকে না। ফলে স্বপ্ন আমাদের জীবনের একটা বাস্তব অংশ। তাই গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় স্বপ্নের এতো বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। আর সিনেমা বিষয়টা তো একটা স্বপ্নের জগৎ তৈরি করা। তিনঘন্টা ধরে দর্শককে তাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মকরণ করে কাঁদিয়ে, হাসিয়ে, প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে বাস্তবকে ভুলিয়ে হলে ধরে রাখা। আমরা স্বপ্ন দেখতেই টিকিট কেটে হলে যাই। সে স্বপ্ন বাস্তব জীবনের হতে পারে, আবার কল্প জীবনেরও হতে পারে। ইতিহাস বা পুরান গাথাও হতে পারে। কিন্তু সিনেমাটা বাস্তব নয়। নাটকটাও বাস্তব নয়। বাস্তবের ছায়া মাত্র, কায়া নয়। আবার সিনেমাকে বাস্তব সম্মত করার জন্য স্বপ্নে দৃশ্য প্রায়শই দেখা যায়। নায়ক নায়িকার

একবার দেখা হল পরদিন তারা স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্নে নাচ, গান, দশবার পোশাক বদল এসব দেখতে আমরা অভ্যস্ত। সিনেমায় এই স্বপ্ন দৃশ্যের প্রচলন হয়েছে এই জন্যেই একটা স্বাভাবিক মানব ধর্ম। যৌবনে নিজের পছন্দের নারীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেনি এমন পুরুষের সংখ্যা খুব বেশি নেই। 'স্বপ্ন' বাস্তবে এবং সিনেমায় একাকার হয়ে গিয়েছে।

একজন সম্রাটের স্বপ্ন অন্য রাজ্যের খাজানা এবং সুন্দরী জেনানা। এটা ছিল রাজরাজাদের কালচার। শুধু মুসলমান নবাব নয়। তারও আগে মহাভারতের যুগে নারীকে জোর করে হরণ করার রীতি ছিল। স্বয়ং কৃষ্ণ এবং অর্জুন নারী অপহরণ করেছিলেন। নবাব বাদশাহরা রাজ্য দখল করে সম্পদ ও হারেম লুঠ করত। হারেম মানে সুন্দরী নারীদের। দিল্লির বাদশাহ আলাউদ্দিন খলজি মেবারের পদ্মাবতীকে পাওয়ার জন্য যদি চিতরগড় আক্রমণ করে থাকে। এটাই ইতিহাস বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তাহলে রাণীর রূপ যৌবনের ভোগ লালসা দীর্ঘ দিন ধরে বিবেচিত মনে মনে পোষণ করে এসেছে। রাতে স্বপ্ন দেখেছে শয্যাসঙ্গীণী রূপে। তাহলে সেই স্বপ্নের দৃশ্যটা কেমন হবে? পদ্মিনী এসে আলাউদ্দিন খলজিকে পট পট করে জুতোপেটা করছে এটাই বাস্তব সম্মত হত? সিনেমায় স্বপ্নটা কে দেখছে সেটাই বড় কথা। কাকে নিয়ে দেখছে সেটা বড় কথা নয়। কারণ সেখানে তার ভূমিকা নেই। হ্যাঁ যদি এই রকম হতো যে রাণী পদ্মিনী স্বপ্ন দেখছে আলাউদ্দিন খলজিকে তার প্রেমিক হিসাবে তাহলে অবশ্যই প্রতিবাদ হওয়া উচিত। সেটা ইতিহাস বিকৃতি হিসাবেই গণ্য হবে। এখন সিনেমা রিলিজই হল না। কিন্তু কে স্বপ্ন দেখছে কাকে স্বপ্ন দেখছে সে সব না জেনেই সারা দেশ যেভাবে উত্তাল হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীরা ছবিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন, সেভাবে রাজপুতজাতির প্রতিনিধিরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক প্রযোজকদের কোতল করার ফতোয়া জারি করছে এবং কোটি কোটি টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করছে তা দেখেশুনে মনে হয় না যে আমাদের দেশে কোনও সরকার বলে বস্তু আছে। মনে হয় না যে আমাদের দেশে আইন আদালত আছে। মনে হয় না যে সিনেমাকে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য সরকারি সংস্থা সেন্সর বোর্ড বলে কোনও সংস্থা আছে। আমাদের বাক স্বাধীনতা, আমাদের শিল্পের স্বাধীনতা এসব শুধু কাগজের পাতায় ছাপার অক্ষরে অবস্থান করে। বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। সবই ঠিক করে জাত ধর্ম আর ভোটের রাজনীতি। তা না হলে স্বাধীনতা ৭৫ বর্ষ উদযাপন হতে চলেছে সেই সময় যখন প্যাটেল সংরক্ষণ নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে গুজরাটের ভোট। তাহলে কি ভাবতে হবে দেশের মধ্যে শুধু প্যাটেল সম্প্রদায়ের মানুষই বেকার এবং অনগ্রসর। আর সব সম্প্রদায়ের মানুষরা সব কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে।

আসলে আমরা আজও ভারতীয় হয়ে উঠতে পারিনি। আমরা সেই বাঙালি বিহারী রাজস্থানী। বাইরে থেকে সংবিধান আমাদের মধ্যে যে মিশ্রণটা ঘটিয়েছে সেটা ভৌত মিশ্রণ হয়েই রয়ে গিয়েছে। রাসায়নিক মিশ্রণ হয় নি। অর্থাৎ প্রাদেশিকতা জাতীয়তায় সম্পূর্ণ জারিত হয়নি। মানসিকতায় সেই প্রাদেশিকতা, সেই নিজ গোষ্ঠী, জাত ধর্ম নিয়েই আমরা মশগুল আছি। কেবল মাত্র জাতীয় পতাকায় আমাদের পরিচয় আমরা ভারতীয়। আবার বর্তমান শাসকরা জোর গলায় প্রচার করে জাতীয়তাবাদের। এই যে পদ্মাবতী সিনেমাকে নিয়ে অহেতুক রাজপুত অস্মিতাকে জাগিয়ে তুলে হৈ চৈ হচ্ছে এটা নাকি জাতীয়তাবাদের নমুনা। ১২৫ কোটি জনসংখ্যার কত অংশ মানুষ এতে অংশ নিয়েছে? বাকিদের মতামত কি জানার কি কোনও প্রয়োজন নেই? জনসংখ্যার একটু ক্ষুদ্র অংশের মানুষের জাতীয় আবেগের কাছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আত্মসমর্পণ করবে? আর আমরা বড়াই করব পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে। আমার জায়গায় মাটির নীচে যদি সম্পদ পাওয়া যায় তাহলে তা ভারত সরকারের হবে।

তা আমার ব্যক্তি সম্পদ না হয়ে জাতীয় সম্পদ হবে। তেমনি খন্ড খন্ড রাজ্যের জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাস হিসাবে গণ্য হবে। রাজপুতের ইতিহাস কী ভারতীয় ইতিহাস নয়। যদি কোথাও তা বিকৃত হয়ে থাকে তাহলে ভারতীয় হিসাবে তার প্রতিবাদ আমরা সকলে মিলে করব। সেই সুযোগ সময়টাকে তো আসতে দিতে হবে। তার আগে যা হচ্ছে তা হল বড়দের ছেলে খেলা। সংগঠিত গুন্ডামি, একেই বলে জাতির নামে বজ্জাতি।

মশা মাহাত্ম্যের মাসকাহনে মশগুল মানুষ

তারাশংকর দত্ত

বর্তমানে ডেঙ্গু মহামারী একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়, কি রাজনৈতিক কি বৈদ্যুতিন মাধ্যম অথবা সংবাদপত্র। সাধারণ বিপন্ন মানুষ জেনে গেছেন, একটা হাতি গণ্ডার বা বাঘ মরলে খবরের কাগজে বেশ ফলাও করে ছবি ছাপা হয়, বন দপ্তর ছুটে আসে। এযাবত শত শত মানুষ জ্বরে মরেছে এবং মরছে তা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর বা পুরসভার তেমন সক্রিয় তৎপরতা নেই, শুধু বক্তৃতা ও প্রচারের চাপানউতোর। বিভিন্ন বিপন্ন প্রাণীদের জন্য এদেশে বহু অভয়ারণ্য আছে, কিন্তু বিপন্ন মানুষের জন্য কোনও অভয়াবাস নেই। আমরা তো রাতে মশা দিনে মাছি নিয়েই বেঁচেবর্তেই আছি। বাঘ বা গণ্ডার হতে পারিনি বর্তমানে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ছাড়াও এক অশরীরী অশুভ শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তাঁর নাম অজানা রোগ। রোগের স্বভাব–চরিত্তির আর আকার–প্রকার নির্ণয় করে প্রতিষেধক বের করতে করতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ তছরূপ হয়ে যায়। যদিবা প্রতিষেধক বের হয়, তখন দেখা যায় রোগটা প্রাকৃতিক কারণে নিজে থেকেই বিদায় নিয়েছে। আবার শোনা যাচ্ছে, নির্ধারিত ভাইরাস বা জীবাণু নাকি পলিটিশিয়ানদের মত তাদের ভোল পাল্টাচ্ছে, ফলে নির্ধারিত ওষুধ তাদের ওপর আর কাজ করছে না।

শুনি ডেঙ্গুর জীবাণু–টি বহিরাগত। বহিরাগত বলে আপ্যায়িত হবে না কেন! রবিঠাকুরের অক্ষয় বাণী আমরা ভুলিনি, দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে। আমরা তো সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় খুঁজি। রবীন্দ্রনাথেও ডেঙ্গু আছে, ১৯২২ সালে প্রথম যখন ডেঙ্গু জ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মত এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে (লালা বাবুদের বাগান বাড়ি) আমরা বাস করতে লাগলুম। ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা কিন্তু ডেঙ্গুকে গ্রহণ না করে সাবধানে এড়িয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়পাত্র সুকুমার রায় (মন্টু) বিজ্ঞানমনস্ক হয়েও মাত্র ৩৫ বছর বয়সে কালাজ্বরের সাথে পরিণয়–বদ্ধ হয়ে ভবলোকের মায়া কাটিয়েছিলেন। তাঁর আবোলতাবোল ছেপে বেরোবার ঠিক ন–দিন আগে। মৃত্যুর সাথে তাঁর পরিণয়ের পৌরহিত্য করেছিলেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মেয়ো হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। অথচ তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে ১৯২২ সালের অক্টোবরে, ইউ.এন.ব্রহ্মচারী ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ–এ কালাজ্বরের দেশী ওষুধ ইউরিয়া স্টিবাসিন–এর আবিষ্কার ও তার সফল প্রয়োগের কথা লিখেছেন কিন্তু সুকুমার রায়ের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হল না। এর দু–টি কারণ হতে পারে – হয় ডাঃ ডি.এন মৈত্র তাকে ছাড়পত্র দেননি অথবা তখনও ইউরিয়া স্টিবাসিন–এর কথা জানতেন না। ইতিহাসের গতি নির্ণয়ে এই সব জ্বরের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

জোব চার্ণক বৃটিশ ইণ্ডিয়ার প্রথম ঘাঁটি গেড়েছিলেন হুগলির হিজলী–তে। সেখানে মুঘল নবাবের নায়েব গোমস্তাদের নানা আবদারের খাঁই মেটাতে মেটাতে একেবারে জেরবার হয়ে গিয়েছিলেন জোব চার্ণক। সেখানে যেমন বাঘের তেমন মশার ভয়। ১৬৮৭–র ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই তিন মাসে ২০০ জন গোরা মারা গেল জ্বরে। এরপর গেলেন উলুবেড়িয়া, সেখানেও কিছুদের মধ্যেই নিরাপদ বোধ না হওয়ায়, গঙ্গা পেরিয়ে এলেন সুতানুটিতে। একদিকে গঙ্গা, পূবে সল্টলেক, উত্তরে ইছাপুর খাল আর একদিকে গোবিন্দপুরের খাল (পরবর্তীকালে টালি নালা) সুতানুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর–কে যেন দ্বীপের মত আগলে রেখেছে। পত্তন হল কলকাতার ১৬৯০ সালে। পেলেন বাণিজ্যের অনুকূল গঙ্গা, রক্ষা পেলেন মোগল সেনাদের আক্রমণ থেকে। কিন্তু কিছুতেই প্রবল পরাক্রান্ত মশক–সেনার বিপুল বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন না। এক সাহেবের লেখা থেকেই জানা যায়, ১৭০০ সালে কলকাতায় প্রায় ১২০০ ইংরেজ ছিল, তার এক বছরের মধ্যেই ৪৬০ জন চলে যান কবরে।

কোম্পানি গিয়ে রাণীর শাসন এল। তখনও ফোর্ট উইলিয়াম, ব্যারাকপুর, দমদম, আলিপুর – এই চারটি ক্যান্টনমেন্টে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটেছে জ্বরে। লাল কাগজে ছাপা পোস্টার পড়ে, শত্রুর চেয়ে অনেক বেশি সৈন্য মারে ম্যালেরিয়া। বৃটিশ সেনাদের নির্দেশ দেওয়া হত, তুমি ঢুকছো ম্যালেরিয়া এলাকায়, কম্যান্ডিং অফিসারের নির্দেশ মেনে সব সতর্কতা পালন কর নেটিভ–রা মরে মরুক, তারা তো মরার জন্যই জন্মেছে, কিন্তু গোরা সৈন্যরা রয়েছে এই সব নোংরা নেটিভদের চাবকে সোজা করার জন্য। অতএব গোরা সৈন্যদের রক্ষার জন্য জনস্বাস্থ্য–এর পত্তন হল কলকাতায়।

কলকাতায় এত জ্বরের মহামারী কেন, কেনই বা এত মশা মাছি – এ নিয়ে বহু কূটকচালি ও চাপানউতোর চলে আসছে। ব্রিটিশরা মনে করত কলকাতার ঢাল গঙ্গার দিকে কিন্তু বাস্তবে তা নয়, ঢাল সল্ট লেকের জলাভূমির দিকে। তাহলে আজকের কলকাতার প্রেক্ষাপট বেশ খানিকটা অন্যরকম হতে পারত। ভুলভাল খাল কেটে জল নিষ্কাশনের পরিবর্তে জল জমানোর পথ প্রশস্ত হল। কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের কোনও খামতিই স্বীকার করে না। তাদের প্রিয় যুক্তি হল, কারণটা নাকি হিন্দুদের চরিত্র দোষ। এরা দিনে তিন চারবার স্নান করে, অত্যধিক জলের ব্যবহার করে। সেই জল এবং যাবতীয় আবর্জনা আশেপাশেই জমে থাকে। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, আবর্জনা নিক্ষেপ এবং গঙ্গায় মড়া ভাসানো – এসবই হল মুখ্য কারণ। নেহাত হাড়গিলে, কাক–শকুনেরা আছে বলে কিছুটা রক্ষে, নয়তো জ্বরেই সব হেদিয়ে যেত। নিঃসন্দেহে কথাগুলো বিদ্বেষ এবং ঘৃণা–প্রসূত তবে সবটাই উড়িয়ে দেওয়ার জন্য নয়। আশাকরি এ নিয়ে বুঝিয়ে বলা নিস্প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের জীবন–চরিতে তার বাল্যকালে রন্ধনশালার পারিপার্শ্বিকতার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা রীতিমতো ভয়াবহ। তখনকার কলকাতাতেও কারোর নিজের মুলুক ছিল না, সবটাই বহিরাগত–অধ্যুষিত। সবাই এসেছে রোজগারের ধান্দায় ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও চেতনাই

গড়ে ওঠে নি। এরকম অবস্থায় এমনটাই হয়। শিল্প বিপ্লবের পর লণ্ডনে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটেছিল প্লেগ আর পক্সে। গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে লোক শহরে এসে পরিকল্পিত শহরকে যথেচ্ছভাবে নোংরা করেছিল, তা থেকেই এই বিপত্তি।

ডি.এল.রায়ের একটি গানের প্যারোডি করেছিলেন দাদাঠাকুর–আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু আর / শুধু মাদুরেতে শুয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে কঁপেছি ...। প্যারোডির শেষ দু–লাইনে আছে মারাত্মক বিষ–দংশন আছে সবার উপরে মাথা তব প্রভু, উপেক্ষা কভু ঘৃণা গো – ধরো চৌষট্টি হাজার সহিত–চাষার অন্তিম নিঃশ্বাস রেখেছি । চৌষট্টি হাজার মৃত্যুর উল্লেখ এখানে শুধু জ্বরের। এর পরই তেতাল্লিশের মন্বন্তরে মৃত্যু তিরিশ লক্ষ, অবশিষ্ট মৃতপ্রায় মানুষের শেষ বিপর্যয় ঘটেছে কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ায়। স্বাধীনতালাভের বছরেও বিরাশি হাজার বাঙালি মারা যায় শুধু ম্যালেরিয়ায়। ১৯৪৪ সালের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মহামারীর সময়ে ব্যাপক কালোবাজারী হত কুইনিনের। আর বর্তমানে ডেঙ্গুর বাজারে দেদার ব্ল্যাক হচ্ছে রক্তের প্লেটলেট। বৃটিশরাজে মহামারীর কালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রসময় দত্তেরা দান স্বরূপ চাঁদা তুলে গড়েছিলেন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, ফিভার হাসপাতাল কমিটি। মতিলাল শীলের দান করা জমিতে তৈরি হল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। কলেজ শুরু হল ১৮৩৫ সালে আর হাসপাতাল ১৮৫২ সালে। এটিই এশিয়ার প্রথম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এ যুগের শিল্পপতিরা বড় বড় হাসপাতাল, নার্সিং হোম তৈরি করেন, তবে নিঃস্বার্থ দানে নয়, ব্যবসায়িক ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে, অবশ্যই প্রচুর লাভের আশায়। তাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন ইউ.এন,ব্রহ্মচারী, কেদারনাথ দাস, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সবোধ চন্দ্র মিত্রের মত গবেষক–চিকিৎসকেরা। আর বর্তমানে যশস্বী চিকিতকদের ব্যবহার করা হয় ব্যবসায়িক চাপে মুনাফার লক্ষ্যে।

বর্তমান সময়ের ডেঙ্গু মহামারীর কথায় ফেরা যাক্। ডেঙ্গু রোগটার মতো ডেঙ্গু শব্দটাও বহিরাগত। আফ্রিকার বহু অঞ্চলের ভাষা সোহাহিলি। এ ভাষার ডিঙা শব্দ থেকে এসেছে ডেঙ্গু আর ডিঙা কথাটা এসেছে মূল শব্দ কিডিঙ্গাপোপো থেকে। তাদের বিশ্বাস ছিল অশুভ আত্মা মানুষের ওপর ভর করে, তারই প্রভাবে দেখা দেয় পেশী আর গাঁটে গাঁটে দগ্ধানো যন্ত্রণা, মানুষের হাবভাব যায় পাল্টে। এই অবস্থার নাম কিডিঙ্গাপোপো সংক্ষেপে ডিঙা।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সেক্সপিয়রের প্রসপেরো কথায় যিনি অবাধ্য ক্যালিবানদের শায়েস্তা করতে ভূতপ্রেতদের পাঠাতেন। ভূতপ্রেতের খামচিতে ক্যালিবানদের শরীরে দেখা দিত গাঁটে গাঁটে কচকচে হাড়ভাঙা ব্যাথা, ভয়াবহ চিমটি–খামচির অসহ্য জ্বালা–পোড়া।

ডেঙ্গু শব্দটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস। নতুন নতুন মুলুক জয় করে দমন পীড়ন ও শোষণ চালানোর পথিকৃত এরাই। ষোড়শ শতকেই এরা উত্তর আটলান্টিকের ওয়েস্ট–ইণ্ডিয়া এদের দখলে। এই ওয়েস্ট–ইণ্ডিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষার মিশ্রণে একটা নতুন শব্দ পাওয়া গেল ডেঙ্গু (Dengue)। এর অর্থ–টি হল অদ্ভুত খুঁতখুঁতেপনা ও বাড়াবাড়ি। ডেঙ্গু রুগীরা কাঠ কাঠ ভাবে হাঁটতো, এই কৃত্রিম হাবভাবের মানুষকে ইংরাজিতে বলে ড্যান্ডি, রোগটির নাম ড্যান্ডি ফিভার।

কালো চামড়ার আফ্রিকান মানুষদের দাস বানিয়ে কেনাবেচা, ক্রীতদাস করে যথেচ্ছ খাটানো – এ কালো ইতিহাস সুবিদিত। কালো মানুষদের জন্য বরাদ্দ ছিল আধপেটা অখাদ্য, কুখাদ্য শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো বাসস্থান, অকথ্য সীমাহীন পরিশ্রম ও লোহার বেড়ি আর চাবুক। সাহেবদের দাস হয়ে কালো চামড়ার মানুষেরা পাড়ি দিল সাদা চামড়াদের দেশে। সতের থেকে উনিশ শতকের ব্যবসাবাণিজ্য ও সভ্যতা–সংস্কৃতি আমদানী–রপ্তানীর সঙ্গে রোগ ছড়িয়ে পড়ল বৃহত্তর আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে। আঠেরো শতকের শেষে প্রথম স্বীকৃত ডেঙ্গু মহামারী হানা দেয় এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায়, খুব কাছাকাছি সময়ের ব্যবধানে। আমেরিকার অন্যতম স্থপতি বেঞ্জামিন রাশ–এর রিপোর্টে প্রথম কনফার্মড ডেঙ্গু রোগীর উল্লেখ পাওয়া যায় ঠিক ফরাসী বিপ্লবের বছরে।

তিনি ডেঙ্গু–কে বলেছিলে ব্রেক–বোন ফিভার। নামটা অনেকটা ঠাকুরমার ঝুলির সেই হাড়–মুরমুড়ি ব্যারামের মত। বেঞ্জামিন সাহেবের তখনও মোলাকাত হয়নি চিকনগুনিয়ার সঙ্গে। ডেঙ্গুর মাসতুতো ভাই চিকনগুনিয়ার ভাইরাস–টি আবিষ্কার হয় ১৯৫২ সালে আফ্রিকায়। এর এগারো বছরের মাথায় ১৯৬৩–তেই দমদম সহ কলকাতার বহু এলাকায় চিকমগুনিয়ার সন্ত্রাস দেখা দেয়। চিকনগুনিয়ার লক্ষণগুলো বরং ব্রেক–বোন ফিভারের সঙ্গে মেলে বেশি। অতীতের ডেঙ্গু বলে উল্লেখিত রোগ–জীবাণু একেবারে হালফিলের উল্লেখিত ডেঙ্গুর মত কিনা তা গবেষণার বিষয়, কারণ ডেঙ্গী / ডেঙ্গু ভারী কৌশলবাজ রোগ। ফর্ম চেঞ্জ করে এরা নাকি অজানা জ্বর বলে আজকাল উল্লেখিত হয়ে যাচ্ছে।

প্রচার চলছে, চাপান–উতোরও থেমে নেই। অভাব শুধু সত্বর যথোপযুক্ত চিকিতসার ব্যবস্থার, সঠিক রোগ–নির্ণয় ও মোক্ষম ওষুধ প্রয়োগের। সাধু সাবধান ! আপনার শরীর আপনার দায়ীত্বে থাকুক, আপনি মশা–তাড়ানোর ওষুধ মাখবেন নাকি মশারীর পিছনে নিরাপদ আশ্রয়ে থিতু হবেন, সেটাও একান্ত আপনার ব্যাপার। কিছু ঘটে গেলে কোম্পানি দায়ী নয়।

বীরভূম

পোস্ত চাষ রুখতে প্রচারাভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ নভেম্বর পোস্ত চাষ রুখতে প্রচারাভিযান হয়ে গেলো রাজনগর দক্ষিণ অঞ্চলে। 'পোস্ত চাষ/ সর্বনাশ' – এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজনগর ব্লক, রাজনগর থানা এবং রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মিলিত উদ্যেগে এই প্রচারাভিযান চলে। বান্দি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা র‍্যালি করে অভিযান চালান গ্রামে। বিডিও অভিষেক রায় বলেন, 'আমরা আগের বছরও এলাকায় পোস্ত চাষ করতে দিই নি, এবছরও দেবো না। মানুষকে সচেতন করছি। সাড়া পেলাম। আশা করি, এ এলাকায় কোনো পোস্ত চাষ হবে না।'

বিদ্যালয়ে কম্পিউটার চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয় ছুটি থাকার সুযোগে তালা ভেঙে দুটি কম্পিউটার চুরির ঘটনা ঘটলো ভাদ্রীশ্বর শ্যামাপদ রায় হাইস্কুলে। বিদ্যালয়ের তরফে মুরারই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাকাশে ভিক্ষা মহোৎসব

অভীক মিত্র : সারা বছর সাইকেলে চেপে বীরভূম, বর্ধমান, ঝাড়খন্ডের গ্রামগঞ্জে ঝোলা কাধেঁ ভিক্ষা করেন নাকাশ জয়গুরু আশ্রমের তরুণ মোহান্ত সুশান্ত দাসবৈরাগ্য। ১৬ নভেম্বর দুপুরে রাজনগর আশ্রম প্রাঙ্গণে কয়েকশো মানুষ পাত পেড়ে ভাত, ডাল, তরকারি খেলো। নিতাইচাঁদের দেশে ভিক্ষে করেও যে মানুষের সেবা করা যায় এটা তার উদাহরণ। বিগত ৫ বছর ধরে এই ভিক্ষা মহোৎসব চলছে। সুশান্ত দাসবৈরাগ্য বলেন, ' সবরকমের মানুষের সহযোগিতায় শুধুমাত্র ভিক্ষাপাত্র সম্বল করেই এই মহোৎসবের আয়োজন।'

পরীক্ষামূলক যাত্রীবাহী ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আহমেদপুর : কাটোয়া ছোটোলাইন ব্রডগেজে রুপান্তরিত হওয়ার পর প্রথমবার ২২ নভেম্বর পরীক্ষামূলক যাত্রীবাহী ট্রেন চললো আহমেদপুর – কীর্নাহার রুটে। একটি দশ কামরার ট্রেন ডিজেল লোকো সহযোগে চালানো হয়। দ্রুত রেলগেট তৈরির দাবিতে লাভপুরের ষষ্ঠীনগরে রেল অবরোধ করে গ্রামবাসীরা। পরে রেলকর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। প্রথমদিন ট্রেনটিকে দেখার জন্য রেললাইনের দুপাশে মানুষজনের উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো।

দুর্ঘটনাপ্রবণ নলহাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত ৬০নং জাতীয় সড়কে বেড়ে চলেছে পথদুর্ঘটনা। ঘটেছে প্রাণহানি পর্যন্ত। যার ফলে ক্ষোভে ফুসছে স্থানীয় বাসিন্দারা। ২৬ নভেম্বর কালিঠা মোড়ে বহরমপুরগামী বাস উল্টে জখম হয় দুই বাসযাত্রী। নলহাটি কালীমাঠা মোড়ে সকালে টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় কোহিনূর খাতুন (৯)। প্রতিবাদে লরি আটকে পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ২২ নভেম্বর বিকালে জাজিগ্রামে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মারা যায় চার বছরের নৃপেন মন্ডল। গাড়ি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ।

হুকিং : প্রহৃত ৬ বিদ্যুৎকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ নভেম্বর ছোটো আলুন্দা গ্রামে হুকিং খুলতে গিয়ে গ্রামবাসীদের লাঠি, রডের আঘাতে জখম হয়েছে সিউড়ি বন্টন দফতর পূর্ত শাখা আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রামিজুল হক, গাড়িচালক সুশীল সাহা সহ ছয়জন বিদ্যুৎকর্মী। রামিজুল ও সুশীল সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হুকিং করে ধানঝাড়ায় খয়রাশোল বিদ্যুৎ দফতর খরিকাবাদ গ্রামের কৃষক অসীম বাসরীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। দফতরে এসে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে অসীম। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বীরভূমে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ নভেম্বর সোমবার সকালে সিউড়ি রেলব্রিজের কাছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতর থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দুর্গন্ধ বেরনোয় চাষিদের কাছ থেকে জেনে স্থানীয় হোটেল মালিক খবর দেয় সিউড়ি থানায়। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সোমবার সকালে বক্রেশ্বর বৈতরণী পুস্করণী থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ২৩ নভেম্বর পুরুত্তোমপুর গ্রাম থেকে উদ্ধার হলো সোফি টুডু নামে এক মহিলার মৃতদেহ। নিমড়া গ্রাম থেকে বিধবা তাপসী হাজরার মৃতদেহ উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ২৪ নভেম্বর রাজগ্রাম স্টেশনে রামপুরহাট – গয়া প্যাসেঞ্জার থেকে পড়ে জখম হয় ঝাড়খন্ডের তিরপাহাড় গ্রামের মনিকা বেওয়া। প্রথমে রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুরের শিবপুরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের 'বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলার কাজে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে ২০ নভেম্বর বিকালে প্রতিবাদ মিছিল করলো রাজনগর তৃণমূল। রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু বলেন, 'ধমকিয়ে, চোখ রাঙিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে থামানো যাবে না। মানুষের উন্নয়নের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আগামীদিনেও মানুষের পাশে থাকবে।' মুরারই এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করে মুরারই তৃণমূল।

তিলেডাঙ্গালে বধূ হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলেডাঙ্গাল গ্রামে নিজের বাপের বাড়িতে স্বামীর হাতে খুন হলেন এক গৃহবধূ। মৃতের নাম নূরজাহান বেগম (১৭)। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ছয় মাস আগে কেন্দ্রগড়িয়ার শেখ ইজাজুল (৪২) সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো নূরজাহানের। ২১ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওষুধ খাওয়ানোর সময় ইজাজুল নূরজাহানকে গলায় পা দিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। মৃত্যু হয় নূরজাহানের। গণপিটুনির পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় অভিযুক্ত ইজাজুলকে। জেরায় নিজের দোষ স্বীকার করেছে ইজাজুল। দাবি পুলিশের। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বীরভূম জেলায় বাড়ছে বধূহত্যার ঘটনা।

আক্রান্ত বন্দি ও ছাত্রী রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি সংশোধনাগারে এক বন্দির উপর হামলা চালালো অপর এক বন্দি। আহত বন্দি সাঁইথিয়ার অনিবার্ন সেন বধূ নির্যাতনে অভিযুক্ত। হামলাকারী বন্দি ওড়িশার দিলীপ টার্কি সাঁইথিয়া জিএরপিএফের হাতে গাজা সমেত ধরা পড়েছিলো। দুইজনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিশ্বভারতীর বীথিকা ছাত্রীনিবাস থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের নাম রিনি ঘোষ। বাড়ি নলহাটি। দুইদিন আগে ছাত্রীনিবাসে জন্মদিন পালন করেছিলো রিনি।

অষ্টাদশ জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কীর্ণাহারে গণতান্ত্রিক যুবফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) –র অষ্টাদশ বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বক্তব্য রাখেন সাংসদ মহম্মদ সেলিম, অভয় মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক জামির মোল্লা, সৌগত সরকার, পরেশ মন্ডল। বীরভূম জেলার ডিওয়াইএফআই –র নতুন সভাপতি মনতোষ মজুমদার এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন মতিউর রহমান।

বাদ গেলেন রবিঠাকুর ও হ্যামিলটন

প্রথম পাতার পর

সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে কবি ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর গিয়েও ছিলেন সেখানে। শিয়ালদহ থেকে ৮ টা ১৫ মিনিটের ট্রেনে করে রওনা দিয়েছিলেন গোসাবার উদ্দেশ্যে। তৎকালীন রেলকর্তৃপক্ষ কবির জন্য একটি বিশেষ কোচের ব্যবস্থা করেছিল। কবির সেদিনের সঙ্গী ছিলেন সাহেবের প্রতিনিধি কালীমোহন ঘোষ, ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক আমির আলি খাঁন। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ক্যানিং ষ্টেশনে পৌঁছান কবিগুরু। তারপর তিনি ক্যানিং থেকে সাহেবের নিজস্ব বোট ডাবচিক–এ চেপে গিয়েছিলেন। ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন স্যার হ্যামিলটন বহু দূর থেকে এসেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অসীম। তাই তিনি এখানকার মানুষদের কে আপন করে নিতে পেরেছেন। এমন ভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সম্ভব।

কবির ঘনিষ্ঠ ইংরেজ কলাবিদ উইলিয়াম রোদেনস্টাইন কবির নির্দেশে তামার ফলকে তিনটি কবির মূর্তি তৈরি করেন এবং সেগুলির মধ্যে একটি কবি নিজের হাতেই গোসাবাতে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর সাহেব মেষের পশমে তৈরি শাল উপহার দিয়েছিলেন কবিকে। সেই দিন রাত্রিযাপনের জন্য গোসাবা থানা সংলগ্ন দূর্গাদোয়ানি নদীর পাড়ে বানানো হয়েছিল বার্মা কাঠের বেকন বাংলো। সেখানেই রাত্রিযাপন করেছিলেন কবিগুরু। সাহেবের রিক্সাচালক শুকদেব রায় ও রতিকান্ত দাঁ রিক্সায় করে কবিকে গোসাবা এলাকা ঘুরিয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালের ১জানুয়ারি কবিগুরু ফেরার সময় ডাবচিক বোটে ওঠার আগে জেটিঘাটে দাঁড়িয়ে গোসাবা দ্বীপের মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন স্বদেশি সমাজের যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম ,এখন তার পরিপূর্ণ রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম । সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ হোক গোসাবা।

এত কিছুর পর অবশেষে ২০১৪সালের ২৩ফেব্রুয়ারি জয়নগর কেন্দ্রের তৎকালীন এসইউসিআই এর একমাত্র সাংসদ ডাঃ তরুণ মন্ডলের সৌজন্যে রবিঠাকুরের এক বিশাল মূর্তি গোসাবা থানার পাশে বেকন বাংলোর কাছে উন্মোচিত হয়।

আজ সেই সব ইতিহাস অবহেলার মরীচিকায় আবদ্ধ। উদাস প্রশাসন। এত রাজকীয় সমাবেশের পরও কারো নজর পড়ল না অবহেলিত রবীন্দ্রনাথ,হ্যামিলটন সাহেবের মূর্তি এবং জরাজীর্ণ বেকন বাংলোর দিকে। সামান্য একটু রংয়ের প্রলেপ পড়লে হয়তো এত বড় আক্ষেপ থাকত না সাধারণ মানুষের। রবিঠাকুরও বাঙালি তথা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য।

তৃণমূল কিষাণ সেলের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কিষাণ ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেস সেলের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্রভবনে। ২৯টি ব্লক থেকে কয়েক হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তা ও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগঠনের সভাপতি বেচারাম মান্না, বিধায়ক সমীর জানা, যোগরঞ্জন হালদার, দীপক হালদার, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ার পার্সন মীরা হালদার প্রমুখ। রাজ্য সভাপতি বেচারাম মান্না বলেন, কৃষকদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার নানা বঞ্চনা করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবে। রাজ্য সরকার কৃষকদের নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আগামী দিনে মহকুমা ভিত্তিক সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ হবে। জেলা সংগঠনের সভাপতি তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় দক্ষতার সঙ্গে সভা পরিচালনা করেন।

নবদিগন্ত বাস স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সল্টলেক : মঙ্গলবার নবদিগন্ত বাস স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। প্রায় ২ একর জমিতে তৈরি এই স্ট্যান্ডে প্রায় ৩০টি বাস দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নবদিগন্ত কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন ও বিধাননগরের বিধায়ক সুজিত বসু। বাসস্ট্যান্ড উদ্বোধন করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'নবদিগন্তের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে' নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা এখানে আসছে, ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এই বাস টার্মিনাসের'। দেবাশিস বাবু বলেন 'নবদিগন্তের রাস্তার ধারে প্রচুর খাবারের স্টল আছে। সেগুলি সৌন্দর্যায়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খুব শীঘ্র কম খরচে পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা করা হবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত কাজ পুরোপুরি শেষ করা হবে।

মৎসজীবীদের নিয়ে মনোজ্ঞ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও রাজ্য মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় হুগল জেলার চুঁচুড়ার মীনভবনে ইলিশ সরক্ষণ ও তৎসম্বন্ধিত মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা উপ – কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) ডঃ অশোক তরফদার, জেলা মৎস্য দপ্তরের সহ – অধিকর্তা ডঃ পার্থসারথী কুন্ডু, বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় লিমিটেডের কর্মাধক্ষ্য জয়দেব বর্মন প্রমূখ। অনুষ্ঠানে সরকারী নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা মানার পাশাপাশি মৎস্যজীবিদের মধ্যে দরিদ্র ও প্রকৃত মৎস্যজীবি খুঁজে বের করার কথা বলা হয়। ডঃ পার্থসারথী কুন্ডু জানান, সমবায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর গোষ্ঠী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তারপর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহযোগিতা করার কথা বলেন তিনি। সেমিনার সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে মোট ৫ টি ইলিশের অভয়াশ্রম আছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট মার্চ – এপ্রিল মাসে ইলিশ মাচ ধরা নিষিদ্ধ করার জন্য বরিশাল জেলার হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার লতা, নয়া ভাঙ্গানী ও ধর্মগঞ্জ নদীর মিলনস্থলের ৬০ কি.মি. এলাকাকে ইলিশের ষষ্ঠ অভয়াশ্রম ঘোষনা করার প্রস্তাব দিয়েছে সরকারের কাছে। বাংলাদেশের ইলিশের প্রধান চারটি প্রজনন ক্ষেত্র হল ১) ধলচর দ্বীপ (চরফ্যাশন ভোলা), ২) মনপুরা দ্বীপ (পূর্ব ভোলা),৩) মৌলভীর চর (হাতিয়া) ও ৪) কালির চর (সন্দ্বীপ) সংলগ্ন এলাকা। ইলিশ আহরনের নিষিদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে প্রায় ৪০ কে.জি. হিসেবে প্রায় ৪ মাস চাল প্রদান করছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত মোট ২,৩৬,১৭৬ টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কে.জি. করে চাল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে (অক্টোবর মাসে) মোট ৩,৫৬,৭২৩টি জেলে পরিবারকে এককালীন প্রায় ২০ কে.জি চাল প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরেকটি ডেটাবেস তৈরীর মাধ্যমে প্রকৃত জেলেদের চাল ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইডি কার্ড প্রদান করেছে। নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য ইলিস মাছ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনায় জেলেদের একটি রেজিষ্টার তৈরীর সুপারিশ করা হয় যা জাতীয়

মৎস্য কৌশল ২০০৬ এ যুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের প্রায় ৪.৫ লক্ষ জেলে পরিবার প্রত্যক্ষভাবে তাদের কর্মসংস্থান, আয় ও জীবিকার জন্য এবং প্রায় ২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে ইলিশ মাছের ব্যবসা – বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ। ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল প্রায় ৩,৮৭,২০০ মেট্রিক টনযা দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় (৩.৬৮ মিলিয়ন মে. টন) প্রায় ১০.৫ শতাংশ এবং জিডিপির ১ শতাংশ। বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ইলিশ স্বাদে অতুলনীয়। বাংলাদেশের এক মছচাষী মহঃ আবুল কাশেম মাঝি আক্ষেপের সঙ্গে জানান, পদ্মা নদীতে চড়া পড়ে যাওয়ায় এখন এই নদীতে আগের মত অত বেশি ইলিশ মাছ নেই। অথিকাংশ ইলিস মাচ এখন মেঘনা নদীতেই পাওয়া যায়।

শহিদ পুলিশের স্ত্রী চাকরি পেলেন

পার্থ ঘোষ, বারাসত : শহিদ পত্নী বিউটি মালিককে পুলিশের চাকরিতে নিয়োগপত্র দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বারাসত জেলা পুলিশ সুপার দফতরে পুলিশেরই লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে যোগদান করেন বিউটি। গত ১৩ অক্টোবর ভোর চারটে নাগাদ অপারেশনে বেরিয়ে দার্জিলিং–এর জঙ্গলে গুরুং বাহিনীর গুলিতে শহিদ হতে হয় যুবক পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিককে। মধ্যমগ্রামের শরৎকানন এলাকার অমিতাভর বাবা সৌমেনবাবু গ্রিলের কাজ করেন, মা গৃহবধূ, ভাই অরুণাভ এ বছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। বড় ছেলে অমিতাভ চাকরি পাওয়ার পর সাতমাসের বিবাহিত জীবনের ইতি পড়ে যায়। অমিতাভের বাড়িতে এখনও শোকের ছায়া। রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয় স্ত্রীকে পুলিশের চাকরি ও বাবা সৌমেনবাবুর যেহেতু বয়স কম তাকে শিক্ষা দফতরে চাকরি দেওয়া হবে। সেইমতো এদিন বেলা ৩টা নাগাদ অমিতাভ মালিকের স্ত্রী বিউটিদেবী পুলিশ সুপার সি সুধাকর এর সাথে দেখা করেন। এরপর অমিতাভ এর ছবিতে প্রণাম করে চাকরিতে যোগ দেন। বিউটি দেবী বলেন, ''আমার স্বামী সাব ইন্সপেক্টার ছিলেন, আমিও সাব ইন্সপেকটর হতে চাই। আর আমার স্বামীর খুনিদের শাস্তি চাই।'' যদিও বিউটিদেবীর শ্বশুরবাড়ির তরফে এই নিয়োগ সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি বলে জানান অমিতাভ–এর পিতা সৌমেনবাবু। সংবাদ মাধ্যমের কাছেই শুনেছেন বলে দাবি তার।

নস্করপুরে 'মিশন নির্মল বাংলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রচারে এক প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। এই প্রভাত ফেরিতে অঞ্চলের প্রধান মাননীয় নিখিল চন্দ্র চক্রবর্তী, বিপ্লব পাত্র সহ অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি আশা অঙ্গনওয়াড়ি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বচ্ছতা দূত কর্মী এলাকার মানুষ অংশ নেয়। ডেঙ্গু প্রতিরোধে যত্রতত্র জল জমতে না দেওয়া, পরিবেশ পরিষ্কার রাখা, এই অভিযানে আরও একটি বড় শ্লোগান— মাঠে–ঘাটে যেখানে সেখানে মল–মূত্র নয়। শৌচাগার ব্যবহারের উপর জোর দেয়। সুন্দর বাংলা, স্বচ্ছ বাংলা, রোগ মুক্ত বাংলা গড়ার আহ্বান জানানো হয় গ্রামের সমস্ত মানুষকে।

বড়গাছিয়া বইমেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া : বড়গাছিয়া হসপিটাল সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী ময়দানে শুরু হচ্ছে বড়গাছিয়া বইমেলা, বইমেলার কমিটির সভাপতি অমিত সিট, যুগ্ম সম্পাদক ডঃ কুমারজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মহঃ জাহাঙ্গীর। প্রতিবছরের মতো এ বছরেও বইমেলায় বইয়ের স্টলের পাশাপাশি থাকছে খাবারের স্টল, বাচ্ছাদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। থাকছে প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত চলবে এই বইমেলা। এই বইমেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের দাবি আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্মেলন মঞ্চ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের দাবি জানালেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা। ২৪ নভেম্বর শুক্রবার নয়া দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের ডেপুটি স্পিকার হলে অনুষ্ঠিত হল ১৭তম সর্বভারতীয় আইনজীবীদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্মেলন। এই সম্মেলনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে উদ্বোধন করেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপদিত কেজি বালাকৃষ্ণান। এই অনুষ্ঠানে গান গেয়ে সূচনা করেন সঙ্গীত শিল্পী সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়। সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে আলোচনা করেন নেতাজি গবেষক ডঃ পূরবী রায়। এছাড়া শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য নিয়ে আলোচনা করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস চ্যান্সেলর সুধীর সিনহা, বিচারপতি এসএম সোনি, বিচারক জ্ঞানসুধা মিশ্র। এদিন দাবি করা হয় অবিলম্বে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্যর সমস্ত নথি প্রকাশ্যে আনতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, সম্মেলনের গৃহীত দাবিগুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মনোহর দাস মোদীর সঙ্গে দেখা করা হবে। এরজন্য লিখিত আকারে সেই দাবি গুলো জানানো হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এবারে একদিনের এই সম্মেলনে জয়দীপবাবু আরও জানান, আমরা প্রতিবছর সমাজে বিশেষ অবদানের জন্য সাংবাদিক ক্রীড়াপ্রেমী, সমাজসেবী, লেখক, জনপ্রতিনিধি

সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনদের সম্মান জানাই। এবারেও প্রায় ২৫জনকে সম্মান জানানো হয়। এদিন সাংবাদিকের সম্মান পেলেন মলয় সুর, প্রদীপ দত্ত, রক্তিম দাস। এছাড়া কলকাতা বেহালার বিশিষ্ট সমাজসেবী মানিক মজুমদার, জ্যোতিষী খনামা, নর্মদা দেবী, কলকাতা কর্পোরেশনের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম হালদার। তাদের হাতে স্মারক ফুল ও মানপত্র তুলে দেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় চেয়ার পার্সন গুজরাটের এসএম সোনি। এছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী গৌরাঙ্গ সুন্দর মিত্র ও কার্তিক চন্দ্র দত্তকেও সম্মান জানানো হয় একই মঞ্চে। এই সম্মেলন নিউ দিল্লির রফিমার্গ কনস্টিটিউশন ক্লাবে সারাদিন ধরে চলে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভারতে নিযুক্ত নাইজেরিয়রে রাষ্ট্রদূত সোলা এমকো মানি। বার অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি অদ্রিশ চন্দ্র আগরওয়ালা, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য, শঙ্কর চক্রবর্তী (আইপিএস) প্রমুখ।

নিশ্চিন্দায় ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত

বাপী লাল দে : রাজ্য জুড়ে চলছে ডেঙ্গু রোধ অভিযান। ব্রাত্য রাজচন্দ্রপুরের উদ্বাস্তু কলোনি দিলীপনগর। নিশ্চিন্দা থানার শিল্পশ্রী বাসস্ট্যান্ডের দিক থেকে রাজচন্দ্রপুরের দিকে যাওয়ার সময় রেল লাইনের দুপাশে গড়ে উঠেছে দুটি উদ্বাস্তু কলোনি। রবিবার দিলীপ নগর কলোনির রাস্তা ধরে একটু এগোতেই দেখা মিলল গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল দাসের। গ্রামে কোনও রকম ডেঙ্গু হয়েছে কিনা কিংবা কেউ আক্রান্ত হয়েছে কিনা জানতে চাইলে গোপালবাবু বলেন, হয়েছে মানে তিনিই তো আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে শয্যাশায়ী ছিলেন। বাড়িতে ডাক্তার দেখিয়েই তিনি সুস্থ হয়েছেন। কেবল মাত্র গোপালবাবুই নয়, গ্রামের আরও দুইজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে লিলুয়ায় ভর্তি হয়েছিলেন। এ

রমধ্যে একজন শিশু রয়েছে বলেও জানা যায়। তবে তারা এখন অনেকটাই সুস্থ বলে জানান গোপাল বাবু নিজেই। গ্রামের ভিতরেই রাস্তার পাশ দিয়ে তৈরি হয়েছিল একটি ছোট্ট সরু নর্দমা। যেটি দীর্ঘদিন ধরে দেখভাল না হওয়ার কারণে লতাপাতা জঞ্জাল জমে জমে ডাই হয়ে তা রাস্তার উপরে এসে করেছে। ফলে বর্ষার জল নর্দমা দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে রাস্তা ভাসিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায় বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বহু বাসিন্দারাই। নর্দমা পরিষ্কার না হওয়ার কারণে নোংরায় করে গিয়েছে সমস্ত এলাকার রাস্তা নামক পথটিই। নর্দমা সহ রাস্তার উপরে জমা জঞ্জালের উপরেই ভ্যান ভ্যান করে উড়ছে মশামাছিরা দল।

চারদিকে স্যাঁতস্যাঁতে। জমা জলের উপরে ডাই হয়ে রয়েছে মশামাছিরা। এদেরই বা দোষ কি কেউ কি লোভনীয় পরিবেশ ছেড়ে যেতে চায় না। তাই মশা–মাছির দলও যেতে চাইছে না। এই পরিস্থিতিতে ব্লিচিং পাউডার। মশা মারার তেল ছড়ান হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে গোপাল দাস সহ আরও একজন বলেন দিন ২৫ আগে একবার ব্লিচিং ছড়ান হয়েছিল বলে তারপর কেউ আর এপথ মারান নি। আর ব্লিচিং এর থেকে আটার গন্ধও ভাল। এই ব্লিচিং কোন কাজ হবে না।

কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন১০ বস্তা চুনে ১ বস্তা ব্লিচিং মেশানো হয়। এতে মশা মরবে কি করে প্রশ্ন বাসিন্দাদের। ডেঙ্গুর এই ভয়ানক অবস্থাতেও পঞ্চায়েতের কারোরই দেখা মেলে না। এলাকাটি নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বলে বলে জানা যায়। কোন বারেই দেখা মেলে না পঞ্চায়েত কর্মী সহ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের। অভিযোগ স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দাদেরই। তাই বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা এই কলোনিতেই বলে জানান গোপালবাবুসহ নাম প্রকাশে অরাজি দুই ব্যক্তি। তবে তুলনায় কিছুটা উন্নত রেল লাইনের অপর প্রান্তে গড়ে ওঠা রামকৃষ্ণ কলোনি। ক

লোনিতে ঢোকার মুহুর্তেই পরিচয় পরিচিতি ঘটানোর জন্যে লাগনো হয়েছে একটি সাইনবোর্ড। যেখানে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে নীল কালিতে রামকৃষ্ণ কলোনি। মাত্র দুদিন আগেও যাকে চেনা যেত না এখন একটু আধটু হলেও চিনছে যে এখানে রামকৃষ্ণ কলোনি বলেও একটা গ্রাম আছে, আর কি।

সামাজিক কর্মকান্ডে লায়ন্স ক্লাবের শতবর্ষের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ নভেম্বর প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর জন্মদিনে শিশু দিবস ও বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসকে সামনে রেখে লায়ন্স ডেভলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে বড়িশা অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠে পিস পোস্টার ২০১৭–১৮ প্রতিযোতিতার আয়োজন করা হয়। প্রায় শতাধিক শিশু এই প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়। প্রথিতযশা শিল্পী ভবতোষ সুতার সহ অন্যান্য শিল্পীরা অঙ্কনের মান যাচাই করে পুরস্কৃত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ডায়াবেটিস সচেতনতা সেমিনার হয়। অনুষ্ঠানে আর্য়ুবেদিক অ্যালোপ্যথিক ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থেকে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। ফোরামের চেয়ারম্যান মনোজ মেহাতা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

গত ১৮ নভেম্বর লায়ন্স ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব ইনটার ন্যাশনাল (Dist 322CI) এর D.G এসপি ব্যানার্জীর উদ্যোগে জেলার সমস্ত ক্লাবকে নিয়ে কলকাতা থেকে দীর্ঘ পর্যন্ত এক অভিনব কার র‍্যালির আয়োজন করা হয়। প্রায় ২০০ কার এই র‍্যালিতে অংশ নেয়। স্বচ্ছভারত অভিযান, সেফ ড্রাইভ–সেভ লাইভ, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, এবং চক্ষু পরিষেবা দান প্রভৃতি নানা রকম পোস্টারে সজ্জিত ছিল গাড়িগুলি। বাখরাহাট লায়ন্সএর সভাপতি কাজল দত্ত বলেন, দীর্ঘ যাত্রায় প্রশাসন ও জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা মুগ্ধকর। ডিজি এস পি ব্যানার্জীর নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় সকল ক্লাব সদস্য খুশি। ১৯ নভেম্বর বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরের আহারের শেষে প্রায় হাজার জন ক্লাব সদস্যদের কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচি সমাপ্তি ঘোষণা করেন ডিজি শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী।

দুই যুবতীকে হেনস্থা মদ্যপ যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনে দুপুরে এলাকার দুই যুবতীকে হেনস্থা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল খোদ ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই। ঘটনাটি ঘটে বালির নিশ্চিন্দা থানা এলাকার দেওয়ান চকের মিলন চকের ক্লাবের কাছেই। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় নিজের বাড়ি থেকেই দুই যুবতী রাস্তা ধরে এগোচ্ছিলেন নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের দিকে। সেই সময় আচমকা এক সাইকেল আরোহী মদ্যপ অবস্থায় দুই যুবতীর পথ আটকায়। এবং নানান অছিলায় যুবতীর সঙ্গে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করে। কিন্তু বারে বারেই ওই যুবতীরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ওই মদ্যপ যুবক কিছুতেই পিছু ছাড়তে রাজি হয় নি। যতই তাড়াবার চেষ্টা করেছেন ততই কাছ ঘেষে এগিয়ে এসেছেন মদ্যপ যুবকটি। তাই একসময় বেগতিক অবস্থা বুঝে যুবতী দুজন উল্টোদিক থেকে আসা এক বাইক আরোহীকে মদ্যপ যুবক পিছু নিয়েছে বলাতেই বাইক চালক সঙ্গে সঙ্গে বাইক থামিয়ে যুবকের কাছে কেন হয়রানি করা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে অবস্থা বেগতিক বুঝে পালাবার চেষ্টা করে। প্রথমে অবশ্য মদ্যপ যুবকটি বাইক চালকের সঙ্গে ভাব বিনিময় করবার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। যুবতী দুজন আগে ওই মদ্যপ যুবককে চিনতেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে ওই যুবতী দুজন বলেন না তারা আগে ওই মদ্যপ যুবককে চিনতেন না। অনেক চেষ্টা করেও দুই যুবতীর নাম জানা যায় নি। তবে তারা স্থানীয় বাসিন্দা বলে জানা যায়, অন্যদিকে হাওড়ার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র দিনে দিনে হয়ে উঠেছিলেন অভিজ্ঞ বাইক চোর। সঙ্গে পেয়ে গিয়েছিলেন আরও কিছু ছাত্রদেরকেও। আর তাদের নিয়েই চুরি করে বেড়াতেন বাইক। দিন দিন বেড়ে গিয়েছিল বাইক চুরির ঘটনা। তাই একসঙ্গে বাসিন্দাদের চাপে পুলিশ দুই বাইক চোরকে আটক করে বাইক সহ।

শিয়ালদহ আরপিএফ এর উদ্যোগে হারানো ব্যাগ ফিরে পেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অনেক সময় পুলিশের খারাপ দিকটা সমালোচনা করে ঝড় ওঠে। ভালো দিকটা সর্বদাই গভীর অন্ধকারে থেকে যায়। মঙ্গলবার দুপুরে এক ব্যাক্তির ব্যাগ উদ্ধার করে সততার নজির রাখলেন শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার আরপিএফ জোয়ান সরোজ কুমার। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এদিন ১টা৩০মিনিটের আপ বজবজ লোকালে ভুল করে একটি ব্যাগ রেখে বালিগঞ্জে নেমে যান বজবজের কালীপুরের বাসিন্দা রাজা বোস। বালিগঞ্জ ষ্টেশনে নেমেই এক বন্ধুর সহযোগিতায় ১৮২ নং এ ফোন করে ঘটনার কথা জানালে আরপিএফ খুব তৎপরতার সাথে ব্যাগটি উদ্ধার করে যুবকের হাতে তুলে দেন। রাজা বোস নিজের ব্যাগ অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেয়ে আরপিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ ব্যাপারে আরপিএফ সরোজ কুমার কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান আরপিএফ হিসাবে কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।

মহানগরে

আবাসন দফতরের গীতাঞ্জলি প্রকল্প

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : জনকল্যাণে সরকারি উদ্যোগ নিঃসন্দেহে জরুরি ভূমিকা পালন করতে পারে। ভালোভাবে বাঁচার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু যেন সকলে জোগাড় করতে পারে। ভারতবর্ষের অন্য ২৮টি অঙ্গরাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবনা যথাযথ মূল্য পেয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাধারণ মানুষের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকল্প রচিত হয়েছে। এই মরমি উদ্দেশ্যকে সফল করতে প্রয়োজন সচেতনতার প্রসার ও তথ্যের প্রচার। প্রকল্পের সাতকাহনে এরকম একটি প্রকল্পের নাম 'গীতাঞ্জলি'। দফতরের নাম : আবাসন দফতর। পূর্ণমন্ত্রী : কলকাতা মহানগরের মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রত্যেক বাংলাবাসীর জন্য সুনিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। সুস্থ জীবন যাপনের অন্যতম শর্তই হল 'নিজের একটি বাড়ি'। যে কোনও মানুষের কাছে এটি একটি স্বপ্ন। কেউ নিজের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে এই স্বপ্নপূরণ করতে পারেন তো কেউ বা বংশ পরম্পরায় এতোদিন নিজ বাড়ির স্বপ্নই দেখে যেতেন।

বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অনেকের জীবনেই এই মৌলিক চাহিদার স্বপ্ন পূরণ হয়ে চলেছে। এরকমই একটি স্বপ্নপূরণের প্রকল্প হল, 'গীতাঞ্জলি'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের পাশে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গ্রামীণ এলাকা তো বটেই, শহরতলির মানুষ– যাঁদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই, তাঁদেরও মাথার ওপর ছাদ করে দিচ্ছে, রাজ্যের আবাসন দফতর। শুধু নিজের জমিটুকু থাকতে হবে এবং তাতে যেন আইনি জটিলতা না থাকে।

রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে প্রতি বাড়ি তৈরির জন্য সমতল এলাকায় ৭০ হাজার টাকা এবং দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ও সুন্দরবন এলাকায় ৭৫ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রথমে ৭০ শতাংশ এবং পরে ৩০ শতাংশ সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়ে যাচ্ছে।

কারা আবেদন করতে পারবেন : গৃহহীন অথচ জমি আছে এমন ব্যক্তি যাঁর মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা বা তার কম তিনি যোগাযোগ করতে পারেন। এককথায়, রাজ্যের প্রত্যেক দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে বন্যা বা নদী ভাঙনে যাঁদের ছাদ ভেসে গিয়েছে তাঁদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ : জেলা স্তরে প্রত্যেক মহকুমা শাসক (সাব–ডিভিশনাল অফিসার) এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার) অফিসে যোগাযোগ করা যাবে। প্রতি জেলার জেলাশাসক (অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) পুরো প্রকল্পের তদারকি করছেন।

আরেকটি প্রকল্পের নাম : নিজ গৃহ নিজ ভূমি। দফতরের নাম : ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন। রাষ্ট্রমন্ত্রী : স্বপন দেবনাথ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাজ্যের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের স্থায়ী আশ্রয় এবং আশ্রয়কে কেন্দ্র করে জীবন–জীবিকার মানোন্নয়ন। এটি একধরনের পুনর্বাসন প্রকল্প।

রাজ্য সরকারের খাস জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে পাঁচ শতক করে চাষ ও বাসের জন্য দান করা হচ্ছে। ওই জমিতে অন্যান্য সরকারি দফতরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি, রাস্তা তৈরি, জল–আলো–নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাড়ি সংলগ্ন জমিতে চাষবাস, প্রাণীপালন, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, সংলগ্ন অঞ্চলে পুকুর কেটে মাছ চাষ করানো, স্থানীয়ভাবে সুলভ কাঁচামাল ব্যবহার করে নানা পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ ও বিক্রির ব্যবস্থা– এইসব নানা কাজের মধ্যে দিয়ে এই 'ভূমি–দান' প্রকল্প হিসেবে সার্থক হয়ে উঠছে।

২০১১–র ১৮ অক্টোবর এই প্রকল্পটি চালু হয়। বহুসংখ্যক মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে তাঁদের জীবনযাপনের মানোন্নত করে চলেছেন। চলতি ২০১৭–র এপ্রিল পর্যন্ত ২,১৯,৫৫০ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

কারা আবেদন করবেন : কৃষি–কাজ, প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ, হস্ত ও কুটির শিল্প প্রভৃতি চিরাচরিত পেশার সঙ্গে আবহমান কাল ধরে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আজও যাঁরা একটুকরো জমির মালিক হতে পারেননি এবং বসত জমি কেনার ক্ষমতাও নেই তাঁরাই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রান্তিক মানুষজনও এই সুবিধা পাবেন।

যোগাযোগ : ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

জিএসটি সহজ হবে : মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের ১১৬তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৯ নভেম্বর ২০১৭ শহরের এক পাঁচ তারা হোটেলে। বণিক সভার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এম সিসিআইয়ের সভাপতি হেমন্ত বাঙ্গুর এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের অর্থ প্রতিমন্ত্রী শিব প্রতাপ শুক্লা। এদিন সম্মেলনের শুরুতে সভাপতির তাঁর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে বলেন ভারতের অর্থনীতিতে যে সমূহ পরিবর্তন এসেছে তাতে ভারত স্বর্ণশিখরে এগিয়ে যেতে চলেছে এছাড়াও জিএসটি এবং নোটবন্দির সুফলও এই অর্থবর্ষের শেষে ভারতের নাগরিকরা প্রমাণ পাবে এছাড়াও এই সরকার ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি ব্যাবসায়ীদের এমএসএমই–র মাধ্যমে অনেকটাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এছাড়া করের বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এবং ব্যাঙ্কগুলোর সম্বন্ধেও আস্থা প্রকাশ করেছেন তিনি। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ যা কিনা পৃথিবীর অর্থনীতিতে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে এই রাজ্য বিভিন্ন দিক দিয়ে এক লক্ষ্যনীয় বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও এমসিসিআই–এর সারা বছরের কর্মকাণ্ড নিয়েও পর্যালোচনা করেন শ্রী বাঙ্গুর।

শিব প্রতাপ শুক্লা তাঁর ভাষণের মাধ্যমে প্রথমেই এমএসএমই–র

সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগে এই দফতরের জন্য যত টাকা বরাদ্দ থাকত তার বেশিরভাগই ফিরে আসত কোনও কাজেই লাগত না। কিন্তু এখন এই দফতরের টাকা সবটাই কাজে লাগানো যাচ্ছে ক্ষুদ্র ও ছোট প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে। তিনি আরও বলেন একটি মুদ্রা যোজনায় ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ জন রোজগারের সুবিধা পেয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি নিজেদের ব্যবসাতে নিজেরা এগিয়ে চলেছে, ৩৫ কোটি জনধনের খাতা খুলেছে এবং যারা কোন দিনও ব্যাঙ্কে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেনি তাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাদের খাতা খুলতে বাধ্য করেছেন এবং ব্যাঙ্কমুখি করেছেন। এই সরকারের যে দুটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে চারিদিকে আলোড়ন পড়েছে সেই জিএসটি এবং নোটবন্দি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, জিএসটি সত্যিই গুড এবং সিম্পল ট্যাক্স আর কয়েকদিনের মধ্যে এটিকে আরও সহজভাবে বোঝাতে পারবে সরকার। তার কথায় বাড়ির বাচ্চারাও জিএসটি নির্দ্বিধায় বুঝতে পারবে। এবং নোটববন্দির ফলে যত কালো বাজারিদের কালো টাকা ভারতের অর্থনীতিতে কাজে লাগছে যা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই সরকার ধনী–দরিদ্র, ব্যবসায়ী–ক্রেতা সকলের জন্যই কাজ করছে। সবশেষে, এমসিসিআই–এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রমেশ আগরওয়াল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বণিক সভার সদস্য–সদস্যারাও।

নাগরিকদের সাহায্য ছাড়া মশার হুল থেকে মুক্তি অসম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর ২০১৩ থেকে ওয়ার্ড ভিত্তিক সমস্তরকম মশার সম্ভাব্য আঁতুরঘরের তালিকা তৈরি করে এবং প্রতিবছর সেই তালিকা আপডেট করছে। পুরস্বাস্থ্য দফতরের বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগের একটি হল, পুরসভার মশা নিয়ন্ত্রণের কর্মীরা ওই আপডেটেড একটি হল, পুরসভার মশা নিয়ন্ত্রণের কর্মীরা ওই আপডেটেড তালিকা অনুযায়ী পুর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই তালিকাভুক্ত আঁতুড়ঘরগুলির ওপর নজরদারি চালানো। সম্প্রতি ২০১৭ ফেব্রুয়ারিতে আপডেট করা তালিকায় মহানগরের বসতবাড়িতে খোলা চৌবাচ্চার সংখ্যা ৫২,০১০টি, ঢাকনাহীন ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক ৪,১৩৯টি, খোলা ড্রেনের সংখ্যা ২১,০৬০টি, পাতকুয়োর সংখ্যা ২০,৩৩৯টি বস্তির সংখ্যা ৫,১২২টি, আর নির্মীয়মান বাড়ি ৭,৬৭০টি এবং ট্যাঙ্কের ফুটোফাটা দিয়ে বেরিয়ে আসা জল ট্যাঙ্কের নিচে জমে থাকা এমন জায়গার সংখ্যা ২,৩৬৫টি।

শীত, গ্রীষ্ম ও প্রাক বর্ষার সময়, বছরের এই তিন সময়কালে আপডেট করা তালিকাভুক্ত মশার আঁতুড়ঘরগুলি যদি ঠিকমতো নজরে রাখা যায়, তাহলে বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী সময়ে শহরে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়াবাহক মশার দাপট নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশা এ মহানগরের মশা বিশেষজ্ঞমহলের। প্রসঙ্গত, কলকাতায় ডেঙ্গুর বাহক এডিস ইজিপটাই–এর প্রধান আঁতুড়ঘরগুলির মধ্যে অন্যতম হল মহানগরের খোলা চৌবাচ্চাগুলি। আর ঢাকনাহীন ওভারহেড জলের ট্যাঙ্কে বেশি জন্মায় ম্যালেরিয়া প্রজাতির মশা অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই। কাজেই এই মহানগর থেকে মশা নির্মূলের জন্য বাড়ির লোকেদের বছরভর নজরদারি একান্ত প্রয়োজন। আর কিউলেক্স বিশনোই প্রজাতির মশার একটি বড়ো উৎস মহানগরের খোলা অপরিচ্ছন্ন নিকাশি নালাগুলি। নিয়ম করে এই ড্রেনগুলি পরিষ্কার না করলে কিউলেক্স–সমস্যা মেটানো মুশকিল আর এ কাজটি করে থাকে পুর নিকাশি দফতরের কর্মীরা। কাজে মহানগরে মশা নির্মূলে এদের ভূমিকাও একান্ত প্রয়োজন।

মহানগরের গলি তস্য গলির পাশে খোলা নিকাশি নালায় স্প্রে করে কোনও লাভ নেই। উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। প্রথম ক্ষতি, কীটনাশকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শিখবে কিউলেক্স মশারা। দ্বিতীয় ক্ষতি, কীটনাশকের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে ৭–১৫ দিন পর পর ড্রেনগুলিতে স্প্রে করতে হবে, তাতে তারা শুধু পয়সা চেনে, এডিস চেনে না। তাদের বক্তব্য, ক্ষমতা পেতে গেলে খরচা আছে, সেটা তো তুলতে হবে।

পুর সমীক্ষার ওয়ার্ড ভিত্তিক বস্তির (নগরপল্লি) তালিকা হাতে থাকায় মহানগরের কোন বস্তিতে মশার আঁতুড়ঘর বেশি, কোন বস্তির বাসিন্দারা মশা সম্পর্কে উদাসীন, কোন বস্তির বাসিন্দারা পুর–পরামর্শ শোনে না, এসব প্রশ্নের উত্তর এমন সহজেই জানতে পারছে পুর স্বাস্থ্য দফতর। এর ফলে সহজতর হচ্ছে বস্তিভিত্তিক মশা দখলের রণকৌশল তৈরির কাজ।

পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের তৈরি মশার সম্ভাব্য আঁতুরঘর সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার (ডেটা ব্যাঙ্ক) আগামী দিনে মহানগরের মশা নিয়ন্ত্রণের এক নতুন পথ দেখাবে বলে অনুমান বিশেষজ্ঞমহলের। তবে এই বিশেষজ্ঞমহলের কাছে চলতি বছরে মহানগরের ডেঙ্গু–ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্তের নয়া কারণটি যে মহানগরের যথেষ্ট সংখ্যক ফাঁকা পড়ে থাকা জমিতে বিপুল পরিমাণ জঞ্জাল ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা। আর তাতে জমা পরিষ্কার বৃষ্টির জলে ডেঙ্গুর মশার ডিম পাড়াই যে চলতি বর্ষে মহানগরে ডেঙ্গুর এতটা বাড়াবাড়ির মূল কারণ। সেহেতু আগামী ফেব্রুয়ারিতে পুর আপডেটেড সমীক্ষায় ওয়ার্ডভিত্তিক ব্যক্তিগত ফাঁকা জমিতে জঞ্জাল জমে থাকার হিসাবটাও ধাকা জরুরি। পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা বাড়বে। কাজেই সংশ্লিষ্ট পুর নিকাশি দফতরের কর্মীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, নিয়মিত প্রতি মাসে একবার করে নিকাশি নালা পরিষ্কারের দায়ভার কাঁধে নিতে হবে।

বিপদের আরেকটি উৎস মহানগরে প্রায় ৮ হাজার নির্মীয়মান বাড়ি। এই বাড়ির ভেতরে ইঁট ভেজানোর চৌবাচ্চা, কুয়ো এবং অন্যান্য জলাধারে সব থেকে বেশি জন্মায় অ্যানোফিনিস স্টিফেনসাই প্রজাতির মশা। জন্মায় এডিস ও কিউলেক্স মশাও। সমাধানসূত্র দু'টি। প্রথমত, সাতদিন পরপর সব জলাধার থেকে জল সরিয়ে ফেলা। দ্বিতীয়ত, জল সরানোর অসুবিধে থাকলে প্রতিটি জলাধারে সাতদিন পর পর ১০০ বর্গমিটার পিছু দু–আড়াই লিটার কেরোসিন বা ডিজেল স্প্রে করা।

পুরসভার পক্ষ থেকে এই মর্মে লিখিত নির্দেশিকা জারি করা সত্ত্বেও মহানগরে ডেভলপার মহলের একটা বড়ো অংশ আজও এ বিষয়ে নির্বিকার। সুতরাং উদাসীনতার খোলস ভাঙার পথ একটাই। তালিকাভুক্ত নির্মীয়মান বাড়িগুলি আচমকা ভিজিট করা, সমস্যা নজরে এলেই বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে স্টপ–ওয়ার্ক নোটিশ জারি করা অথবা মিউনিসিপ্যাল কোর্টে মামলা রুজু করে সংশ্লিষ্ট ডেভলপারকে দৌড় করানো। কিন্তু এই কাজে প্রায় সর্বত্র স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি, স্থানীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীদের চূড়ান্ত গাফিলতি লক্ষ্য করা যায়।

অসামরিক প্রতিরক্ষায় গতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের শেষ ছ'বছর তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তারই একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হল 'বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর'। প্রথমত, সর্বক্ষণের 'আপৎকালীন কর্মকেন্দ্র স্থাপন' : এই দফতর একটি 'আপৎকালীন কর্মকেন্দ্র স্থাপন' করেছে, যেটি ৩৬৫ দিন, ২৪ ×৭ ঘন্টা চালু রয়েছে এবং রাজ্যের মধ্যে ও রাজ্যের বাইরে যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে খুব কম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

জনসাধারণের পক্ষে সহজে যোগাযোগ করার জন্য, ওই কেন্দ্রে একটি টোল–ফ্রি নম্বর ১০৭০ রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এসএমএস নির্ভর পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা : রাজ্যের জেলাগুলিতে সকল মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীকে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, ভারী বৃষ্টিপাত ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে তথ্য–প্রযুক্তি দফতরের মাধ্যমে এই দফতর ইংরেজি ও বাংলায় একটি এসএমএস নির্ভর পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সূচনা করেছে।

তৃতীয়ত, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণগুদাম নির্মাণ : রাজ্যের জেলা, মহকুমা ও ব্লকগুলিতে রাজ্য যোজনার বরাদ্দকৃত অর্থে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এবং ত্রাণ গুদাম নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয়ের হার ৫০ লক্ষ টাকা এবং ত্রাণ গুদাম নির্মাণের হার ১৩.৭৬ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৪৯৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও ২৮৬টি ত্রাণ গুদাম রয়েছে। চতুর্থত, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ : 'ন্যাশনাল সাইক্লোন রিস্ক মিটিগেশন প্রজেক্ট–টু', 'ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট' (আইসিজেডএমপি) এবং 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিলে'র (পিএমএনআরএফ) অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের তিনটি সমুদ্রতীরবর্তী জেলার ১৮টি ব্লকে এই দফতর ২২৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রমকেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

পঞ্চমত, 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট' : ২০১৩–'১৪ অর্থবর্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে এই কিট বিলি করার ব্যবস্থা চালু হয়। এই 'কম্পোজিট ফ্যামিলি কিটটি'তে দু'টি সবকিট আছে। যেমন– আশ্রয় ও বস্ত্রের জন্য একটি কিট এবং বাসনপত্রের জন্য আরেকটি কিট।

২০১৫–'১৬ থেকে ওই কিটের সঙ্গে মহিলাদের জন্য 'ডিগনিটি কিট' নামে আরও একটি সরঞ্জাম যুক্ত হয়। ষষ্ঠত, বিগত তিন বছর ধরে শিলিগুড়ি, সন্দেশখালি, কাকদ্বীপ ও ঘাটালে আগে থেকেই 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স' (এনডিআরএফ) কে মোতায়েন রাখা হচ্ছে যাতে তাঁদের বিপর্যয়পীড়িত এলাকায় পৌঁছতে বেশি সময় না লাগে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আইসি জেড এমপি–র অধীনে সাগরদ্বীপের বিষ্ণুপুর খগেন্দ্রনাথ বালকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে, কাকদ্বীপের কাকদ্বীপ শিবকালীনগর ঈশান মেমোরিয়াল হাইস্কুলে এবং পিএমএনআরএফের অধীনে নামখানার নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র' নির্মাণ হয়েছে।

শ্যামল সেনের জন্মদিন ফণীভূষণ মঞ্চে

হীরালাল চন্দ্র : ২৪ নগেম্বর ২০১৭ সন্ধ্যায় ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চে 'উপাসনার' উদ্যোগে প্রাক্তন রাজ্যপাল, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্যামল কুমার সেনের ৭৭ তম শুভ জন্মদিন ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর 'শুভেচ্ছাবাণী' পড়া হয়। পৌরোহিত্য করেন হাইকোর্টের বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায়। ৯৬ উর্ধ্ব প্রাক্তন মন্ত্রী বিশিষ্ট অতিথি কাশীকান্ত মৈত্র শ্যামলবাবুর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে সুস্থ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করেন। এছাড়া শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে, কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্ত, অধ্যক্ষ মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথী মুখোপাধ্যায় ও শিশুতোষ সামন্ত। স্বামী বোধোসানন্দ, স্বামী শিবপ্রদানন্দ, স্বামী সুপর্ণানন্দ, স্বামী গিরিজানন্দ, মুরাল ভাই, স্বামী শম্ভূদ্ধানন্দ, ক্রীড়াবিদ বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, পুরপিতা বাপি ঘোষ, মেয়র পারিষদ পার্থ মিত্র, শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন গুপ্ত, সুকান্ত ঘোষাল, দীপেন হাজরা, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন হৈমন্তী শুক্লা, দেবারতি সোম, অনুসূয়া চৌধুরী, কৃষ্ণা বিশ্বাস, সুকুমার সাধুখাঁ, ভাস্কর রায়, পঙ্কজ সাহা, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। নৃত্য, সঙ্গীত এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন বেহালার দৃষ্টিহীন সংগঠন 'ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ড'–এর অনন্যা নন্দী ও অন্যান্যরা। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের নিয়ে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগঠন 'ট্রান্সটোন ইন্ডিয়া' সদস্যরা দশমহাবিদ্যা রূপ নিয়ে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে শ্যামলকুমার সেনকে শ্রদ্ধা জানানো হয়, আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির তরফ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রিয়ম গুহ। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে শ্যামলবাবু বলেন— 'শত শত মানুষের অন্তরের গভীর ভালোবাসায় আমি অভিভূত ও ভীষণভাবে আপ্লুত। জীবন হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। আপনাদের অপত্য স্নেহের অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমি মাথায় তুলে নিলাম, অবিস্মরণীয় এই পবিত্র সন্ধ্যা।' তিনি দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবশেষে, জন্মদিনের কেক কেটে সকলকে খাওয়ানো হয়। পরিচালনা করেন সম্পাদক মানস ঘোষ। সঞ্চালনা করেন সুমন ভট্টাচার্য, সহযোগিতায় ছিলেন টুবলু দত্ত এবং কয়েকজন সভ্যবৃন্দ প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে অসংখ্য দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়ার প্রাচীন মনসা বাড়ির ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেই কবেই বাবা, কাকার হাত ধরে ওপার বাংলার ঢাকা শহরের বিক্রমপুরের ১৬ ঘড়া গ্রাম ছেড়ে এপার বাংলার নিশ্চিন্দার বসবাস শুরু। দাদুর ব্রজনাথ রুদ্রপাল বাংলা দেশের শিল্পী পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য ছিলেন। ব্রজনাথবাবুর ছেলে গোবিন্দ চন্দ্র রুদ্রপাল এর আবার ৬ ছেলে। বর্তমানে গঙ্গাপ্রসাদ রুদ্রপাল মারা যাওয়াতে ৫ ছেলে বেঁচে আছেন। তারই মধ্যে পরিবারের এক সদস্য শিল্পী মদন রুদ্রপাল এর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার মাত্র ২ বছর বাদে ওপার বাংলা থেকে মাথায় করে মনসার ঘট এপার বাংলায় নিয়ে এসে স্থাপন করেন নিশ্চিন্দার নিজের বাড়িতেই। মনসার সেই সময় বাড়িটি নাকি এক মুসলমান পরিবারের হাতে ছিল, সেই মুসলিম পরিবারের কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নেন রুদ্রপাল পরিবার। তাও দেখতে দেখতে ৭০–এর ওপরে হবে এবার বাংলাতেই মনসা মন্দির। এলাকায় বাড়িটি মনসা বাড়ি হিসাবে পরিচিত। এক প্রশ্নের জবাবে বর্তমান মনসা বাড়ির কর্তা শিল্পী মদনবাবু বলেন, ১৯৪৭ সাল নাগাদ ওপার বাংলা ছেড়ে দিয়ে ওপার বাংলায় চলে আসা। এখানে আসার কয়েক বছর বাদে বাবা, কাকা এলাকায় ঝামেলায় জড়িয়ে পরে বাড়িটি পরিচিত ব্যক্তিদের হাতে দিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যান। পরে অবশ্য ঝামেলা মিটে গেলে ফিরে এসে বাড়ি ভাগ বাটোয়ারা করে যে যার মতো করে বসবাস করতে শুরু করেন বলে জানা যায়। কিন্তু বাড়ি ভাগ হলেও মা মনসার পুজো কিন্তু কোনদিনই ভাগ হয় নি যা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেন মদন রুদ্রপাল। এই পুজো দেখতে দেখতে প্রায় এই বঙ্গেতেই ৭০ বছরে পড়তে চলেছে। মা মনসার পুজো কোনও দিনই বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রতিবছর প্রায় আনুমানিক ৮০ থেকে ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করে মা মনসার পুজো করা হয়। পাত পেড়ে প্রসাদ খাওয়ার আয়োজন থাকে সারা পাড়ায়। আগে ভিভিআইপিদের আসার রেওয়াজ থাকলেও এখন আর সেসব কিছু নেই। এক সময় নাকি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সহ নান্দিকারের সমস্ত শিল্পীরা আসতেন পুজোয় পুজোর প্রসাদ খেতেন। কিন্তু এখন সবই অতীত। বাড়িতে ঢুকতেই বাড়ির ডান দিকেই পরবে মনসা মন্দির। মন্দিরে ভিতরে মা মনসার ভুবন ভোলানো মূর্তি দেখে মন যতই ভারাক্রান্ত হোক না কেন মন শান্ত হবেই বলা যায় একরকম জোর গলাতেই। মনসা মন্দিরটি অতি প্রাচীন হওয়াতে মন্দিরের উ ভিতরকার হাড় কঙ্কাল সব বেরিয়ে গিয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যার জন্যে মন্দিরটি সংস্কার করা যাচ্ছে না বলে একবাক্যে স্বীকার করেন মদন রুদ্রপালের পরিবার। তাই কেউ যদি মন্দির সংস্কারের জন্যে এগিয়ে আসেন তাহলে খুবই ভাল হয় বলে জানা যায়। পুজোর আয় ব্যয় যাই হোক না কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন বাড়ির সদস্যরাই। বর্তমানে পাঁচ ভাই আর মৃত দাদার ছেলেরা মিলে এই পুজো করে থাকেন বলে জানা যায়। প্রতিবছর আগস্টের ১৭ তারিখ অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে এই পুজো করা হয়। তবে অনেক কিছুই অবশ্য জানার ছিল। কিন্তু অতীতের অনেক কিছুই মনে করতে পারেন নি মনসা বাড়ির সদস্যরা। তাই জিজ্ঞাসা করেও অনেক কিছুই উত্তর মেলে নি।

খেজুর রসের সন্ধানে শিউলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকৃত পক্ষে শীতের শুরু ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারি। শীত পড়লেই নানান ধরনের খাবার খাওয়া ও ভ্রমণের বাসনা জেগে ওঠে প্রতি বাঙালির ঘরে ঘরে। । তাই শীত শুরু হতেই রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিখ্যাত জয়নগরের মোয়ার বিজ্ঞাপন নজরে পড়ছে। জয়নগরের বিখ্যাত সেই মোয়া তৈরি হয় জয়নগর লাগোয়া বহড়ু তে। একদিকে নলেন গুড়ের স্বাদ আর অন্যদিকে সম্মান এই দুয়ের উপর ভর করে রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে জয়নগরের মোয়ার ঐতিহ্য।

নলেন গুড় আসলে খেজুর গুড়। শীতের শুরুতেই গ্রামের শিউলিরা বিভিন্ন খেজুর গাছ পরিষ্কার করে প্রথম খেজুর রস সংগ্রহ করে তারপর আগুনে ফুটিয়ে নলেন গুড় তৈরি করেন। এই নলেন গুড়

আর সুগন্ধ কনকচূ। ধানের খই সহ অন্যন্য উপাদান দিয়ে তৈরি হয় জয়নগরের মোয়া। শীতের সময় পিঠে,পুলি,পায়েস,পাটালী,সন্দেশ,রসগোল্লা সহ নানান প্রতিটি ক্ষেত্রে নলেন গুড়ের অপরিসীম চাহিদা। তাই এই হাড় হিম শীতে ভোর হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিউলিরা বেরিয়ে পড়েন খেজুর গাছের সন্ধানে। জয়নগরের বহড়ু এলাকার প্রবীণ শিউলি অনিমেষ সরদার জানান বর্তমানে দেশ সহ দেশের বাইরেও নলেন গুড় এবং জয়নগরের মোয়ার ঐতিহ্যের কদর রয়েছে ব্যাপক হারে। সেই তুলনায় খেজুর গাছের সংখ্যা খুবই কম। তিনি আরো বলেন, এই ঐতিহ্য বাংলাকে রাখতে হলে অবশ্যই খেজুর গাছ লাগিয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন না হলে অচিরে নলেন গুড়ের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে যাবে।

সি নে মা ঘ র

মুক্তির অপেক্ষায় ধূসর

পৃথিবীটা বড়ই প্রেমহীন, বাস্তব বড় রুক্ষ সেই জাগতিক বিশ্বে ভন্ড জোতিষীরা দাপিয়ে বেড়িয়ে সমাজে একের পর এক ভয় প্রদর্শন দেখিয়ে একদিকে লুটে নিচ্ছে অর্থ আর কলুষিত করছে পরিবার সহ ভীতু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু কিছু সমাজকে। ভন্ড জ্যোতিষীদের কবল থেকে মুক্ত কুসংস্কারহীন সমাজ গড়তে সেই কুসংস্কারাচ্ছান্ন সমাজকে ভন্ড জোতিষী মুক্ত করার লক্ষে এগিয়ে এলেন পরিচালক প্রলয় মাইতি।রবিবার কলকাতায় একান্ত এক সাক্ষাকারে আলিপুর বার্তার প্রতিনিধিকে প্রলয়বাবু জানান, আমাদের এই ছবির মুল ঘটনাটি হল বর্তমান সমাজে ভন্ড জোতিষীরা একটা বিরাট আধিপত্য বিস্তার করে সমাজ কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। মিথ্যা,ভয় দেখিয়ে তারা তাদের আধিপত্য ক্রমেই বিস্তার করে চলেছে,প্রতিনিয়ত সুস্থ সমাজকে ঠকিয়ে এই ভন্ড জোতিষীরা বহাল তবিয়তে জীবন– যাপন করে সুস্থ সমাজকে বিপথে চালিত করছে।

একান্ত এক আলোচনায় ধূসর এর পরিচালক প্রলয় মাইতি জানান, ৪৫ মিনিটের ধূসর ছবির নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেঘনা দাস। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রদীপ মুখার্জী,অনামিকা সিদ্ধনাথ,সুনয়না সিং, সূর্যশেখর লাহিড়ি,মৃণাল কান্তি বিশ্বাস,মৌমিতা সরকার,রূপম দে,রাজীব নস্কর, প্রিতম বোস। অমল চক্রবর্তী'র চিত্রনাট্য এবং

কার্তিক রুইয়ার অনবদ্য প্রযোজনায় দীপ লয়ের অনবদ্য সুর অবশ্য দর্শদের মুগ্ধ করবেই। ৪৫মিনিটের বাংলা ছায়াছবি ধুসর এর অধিকাংশ শুটিং হয়েছে কলকাতায়। আগামী ইংরাজী নববর্ষে ছবিটি রিলিজ হলে দর্শকরা মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন এবং সারা বাংলায় ব্যাপক ভাবে সাড়া ফেলবে সেই বিশ্বাসে আত্মবিশ্বাসী পরিচালক প্রলয়বাবু।

শ্যুটিং শুরু হতে চলেছে একঝাঁক নক্ষত্রর

শ্যুটিং শুরু হতে চলেছে চৈতালি রায় বিশ্বাসের লেখা এবং সোমনাথ সেন পরিচালিত ছবি 'এক ঝাঁক নক্ষত্র'–এর। মূলত প্রধান প্রাধান্য পাচ্ছে পারিবারিক এক ব্যাধির, যা হল শিশুদের ঘাড়ে নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া। যা এখন অহরহ ঘটছে। প্রেক্ষাপট হচ্ছে কলকাতার স্কুল শিক্ষক অভিজিৎ মুখার্জী, তিনি চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন গ্রামের স্কুলে পড়াতে। এরপর জানতে প্রেক্ষাগৃহে।

অভিনয় করছেন বিপ্লব চ্যাটার্জি, সব্যসাচী চক্রবর্তী, ভাস্কর ব্যানার্জী, কাঞ্চন মল্লিক, মৃণাল মুখার্জী, সোনালী চৌধুরী এবং প্রধান চরিত্রে নবাগত দুই অভিনেতা অভিনেত্রী এবং অন্যান্যরা।

রীতা কয়রাল চলে গেলেন

প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতিচারণে ড. শঙ্কর ঘোষ

নানান ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রীতা কয়রাল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেগেটিভ চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন। কিন্তু সন্তানের জন্যে ব্যাকুল চরিত্রে তাঁর অভিনয়ও দেখেছি। ছবির নাম 'জীবন নিয়ে খেলা'। অঞ্জন চৌধুরীর ছবি। একটি বালিকার গলায় পেনের ঢাকনা ঢুকে গিয়ে বিপত্তি। ব্যাকুল মা ছুটে এসেছেন নার্সিংহোমে। ছবিতে নার্সিং হোমটি চালান হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাঁর সহকারী। সেখানে দেখলাম রীতা কয়রাল মায়ের চরিত্রেও কত প্রাণবন্ত অভিনয় করলেন। সেই রীতা কয়রালের সঙ্গে অঞ্জন চৌধুরীর 'সন্তান' ছবিতে অনেকদিনের কাজ ছিল।

ছবিতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে'র তিন সন্তান। বড়টি বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, মেজটি আমি, ছোটটি কুশল চক্রবর্তী। এদের তিন বৌ হলেন রীতা কয়রাল, মৌমিতা গুপ্ত, পিয়া দাস। তিন বউই দজ্জাল। এর মধ্যে সবচেয়ে দাপট দেখিয়েছিলেন রীতা কয়রাল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি যখন শ্বশুর শাশুড়ির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, সেখানেও তিনি তেমনি প্রাণবন্ত। সুভাষ সেনের পরিচালনায় 'বড় বৌ' ছবিতে রীতা কয়রাল করেছিলেন মেজ বৌয়ের চরিত্রে। সেই নেগেটিভ রোল। তাঁরই সন্তানকে দেখতে এসেছি আমি, সেখানে আমার ডাক্তারের ভূমিকা। ডাক্তার এসেই বুঝলেন বাচ্ছাটির অসুখ ঠিক কি কারণে। শুটিং–এর ফাঁকে খুব খোশ মেজাজেই থাকতেন।

গল্পে আড্ডায় মশগুল হতে পারতেন অনায়াসে। তাঁর অভিনয় ভালো লেগেছিল অঞ্জন দত্তের 'দত্ত ভার্সেস দত্ত' ছবিতে, ঋতুপর্ণ ঘোষের 'অসুখ' ছবিতে। সম্প্রতি দুটি মেগা সিরিয়ালে দু'ধরনের চরিত্র করতেন। 'স্ত্রী' সিরিয়ালে তিনি নায়িকার স্নেহশীলা মা। 'রাখীবন্ধন' সিরিয়ালে সেই চিরপরিচিত নেগেটিভ রোলে। কেরিয়ারের গোড়ার দিকে দূরদর্শনের সঞ্চালিকার ভূমিকা দীর্ঘদিন পালন করেছেন। সেই রীতা কয়রাল গত আগস্ট মাস থেকে যকৃতের ক্যান্সার রোগে ভুগেছিলেন। সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরেছিলেন সেই সময়ে নার্সিং হোম থেকে। কিন্তু ১৮ নভেম্বর শনিবার শরীরের অবনতি হওয়ার আবার নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। সেখানেই ১৯ নভেম্বর রবিবার তিনি মারা গেলেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

মাঙ্গলিকী

ত্রিকাল সাহিত্য সন্ধ্যা জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি মাসের মতো নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় শনিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণা সেনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো 'ত্রিকাল'–এর মাসিক সাহিত্যসভা। যত দিন যাচ্ছে 'ত্রিকাল'–এর সাহিত্য সভার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। এর পরেই মঞ্চে আহূত হন বর্ষীয়সী কথাকার পূরবী গুপ্ত (বরাট)। তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ স্মৃতির ভেলায় ভাসিয়ে দিলেন এক মনোগ্রাহী গল্প। পরে মঞ্চে এলেন বিশিষ্ট রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক ও কবি অমিত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর রম্যরচনা পাঠের পর কবিতা পাঠ করেন সুগায়িকা তথা গীতিকার ও কবি কল্পনা সেনগুপ্ত। এরপর মঞ্চে এলেন সমাজসেবী তথা সুবক্তা ডঃ সুদীপ ভট্টাচার্য। বর্তমান সমাজের অবক্ষয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে দীনতা তথা অবিশ্বাস এর উপরে এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। পরে আবার গান। এবার পরিবেশন করেন বর্ষীয়সী গায়িকা জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়। এরপরে মঞ্চে এলেন গৌতম রঞ্জন বসু। তাঁর পঠিত ছোট গল্পটি উপস্থিত শ্রোতাদের আবিষ্ট করে। পরের শিল্পী ছিলেন আকাশবাণীর বিশিষ্ট ঘোষিকা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী সুমিত্রা খাসনবিশ। মাত্র দু'টি গানেই তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এরপর মঞ্চে এলেন প্রাক্তন অধ্যাপক তথা সুসাহিত্যিক ড. অরুণোদয় ভট্টাচার্য। তিনি পাঠ করেন একটি রম্যরচনা। এর পর আবৃত্তি করেন কেয়া দাস বিশ্বাস। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর রসের ডালি থেকে কয়েকটি পরিবেশন করে শ্রোতাদের আপ্লুত করেন।

পরবর্তীতে একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট হেমন্ত কণ্ঠি শিল্পী দেবাশিস মল্লিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী স্বপ্না দাস ও তরুণ টপ্পা ও রাগপ্রধান গানের যথার্থ উত্তরসূরী শ্রীদীপ মণ্ডল এবং বর্ষীয়ান গায়ক শ্যামল বিশ্বাস, শিখা চ্যাটার্জী প্রমুখ। এছাড়া কবিতা পাঠ করেন আরতি দে, মৌসুমী মুখার্জী, প্রদীপ চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ।

সাহিত্যসভায় উপস্থিত থেকেও সময়াভাব ও তাঁদের ব্যস্ততার কারণে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ হন বিশিষ্ট গলা–কর্ণ–নাসিকা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রণব দত্ত মহাশয় এবং ভি. সুন্দরম, রত্না বোস প্রমুখ। বিশিষ্ট জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের আসরে জাদু প্রদর্শন না করে ছোট্ট স্মৃতিচারণা করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করেন 'ত্রিকালে'র কার্যকরী সম্পাদক সুব্রত হাইত ও বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ও আবৃত্তিকার পীযূষ কান্তি সেনগুপ্ত। শেষে তিনি একটি রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন 'ত্রিকাল' সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়, প্রকাশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দিলীপ পাত্র। আর কিছু না বলেও যাঁরা নীরবে 'ত্রিকাল'কে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য কোষাধ্যক্ষ মিতা দাশগুপ্ত, সঞ্জীত পাল, নবকুমার মণ্ডল প্রমুখ।

সামান্য জলযোগ ও চা পানের পর অনুষ্ঠানে সমাপ্তি হয়।

'তাপসী বসু স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রতি বছরের মতো এ বছরেও তাপসী বসু স্মৃতি পুরস্কার প্রদান এবং স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। এটি অনুষ্ঠিত হল গত ২৫ নভেম্বর বিকেল ৫টায় পরিষৎ–এর সভামঞ্চে। দশম বর্ষে উপনীত এই স্মারক পুরস্কার দেওয়া হল বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষের হাতে। স্মারক বক্তৃতা তিনিই দিলেন। বিষয় ছিল 'শরৎচন্দ্রের গল্পের চিত্ররূপ'। এক ঘন্টা টানা বক্তৃতা করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। দেবদাস, পল্লিসমাজ, গৃহদাহ, মেজদিদি, চন্দ্রনাথ, পরিণীতা, রামের সুমতি, বিন্দু ছেলে থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের চিত্ররূপের দারুণ পরিচয় তুলে ধরলেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতে তাপসী

বসুর স্মৃতির উদ্দেশে বক্তা তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। বক্তব্যের শেষে শোনালেন তাঁর সুমধুর কণ্ঠে কয়েকটি গান, যা নির্বাচন করা হয়েছিল শরৎচন্দ্রের গল্পের চিত্ররূপ থেকেই। তার মধ্যে ছিল এদিন আজি কোন ঘরে গো (গৃহদাহ), প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম (মেজদিদি), গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে (দেবদাস), সে বিনে আর জানে না (কমললতা), লাজে রাঙা হল কনে বৌ গো (পরিণীতা), হরেকৃষ্ণ নাম দিল (জয়া) প্রভৃতি গানগুলি। দর্শক শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন এই অনুষ্ঠান।

সভাপতি দেরিতে আসায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেন পরিষৎ–এর সহ সভাপতি অধ্যাপক ড. সুবিমল মিশ্র। অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন পরিষৎ–এর সম্পাদক অধ্যাপক ড. রতন কুমার নন্দী। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটিও করলেন ড. সুবিমল মিশ্র। দর্শক ঠাসা এই অনুষ্ঠানের শেষে সকলের জন্য চা ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় বাগবাজারের 'ফণীভূষণ' মঞ্চে 'দমদম সমকালীন সাংস্কৃতিক মঞ্চের' উদ্যোগে, শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক সুজন সেন রায়ের পরিচালনায় এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উৎপল সান্যাল, বিশ্বনাথ সুর ও আইবুর রহমান। 'দমবার্তার উৎসব সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। গিটার বাজান রামমোহন ভট্টাচার্য। সাথে তবলা বাজান শ্যামল মন্ডল। বেহালা বাজান সুভাষ চক্রবর্তী। কবিতা পাঠ করেন অত্রি, অরুণ, ক্যামেলিয়া, অরিন্দম, দীপ্তি, প্রদীপ ও ফৌজিয়া। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মঞ্জুশ্রী, সুফিকা, তৃপ্তি, শিখা, মল্লিকা, সোমা, (১) সোমা, (২) মধুমিতা, (১) মধুমিতা, (২) অভীক, স্বপ্না, মনীষা, সুমিতা, জয়শ্রী, শর্বরী, রত্না, মিতুল, সবিতা, ঈপ্সিতা, বন্দনা, নবনীতা, দেবব্রত, চন্দনা ও সুদীপ্ত। সাথে তবলা, অরগ্যান ও অকটোপ্যাড বাজান সুকুমার, সুবীর ও সুমন। সঞ্চালক ছিলেন বিশ্বজিৎ।

বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সাউথ সিঁথি রোডের পোস্ট অফিসের কাছে সন্ধ্যায় 'অরুণ সংঘের' বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সংঘের পক্ষ থেকে অনাথ শিশুদের বস্ত্র বিতরণ, গুণীজন সম্বর্ধনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও ৮০ হাজার 'ফুচকা উৎসবের' আয়োজন করা হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন দেবাশিস কুমার, পুষ্পালী সিনহা, মালা সাহা, তরুণ সাহা, শান্তনু সেন, নারায়ণ দাস, সোমনাথ ঘোষ, দীনবন্ধু পাল, সৌমিত্র দত্ত, বুদ্ধদেব দাস, সন্দীপ ঘোষ, মিহির দে প্রমুখ।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় দমদম লেক টাউনের 'গান্ধি সেবা সংঘে' 'সঙ্গীত প্রিয় সংসদের' বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হল। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন প্রতিভাময়ী বেতার সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর অর্চিতা গোষ এবং শিক্ষক, সমাসেবক ও সঙ্গীত প্রেমী রামমোহন ভট্টাচার্য। সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন সম্পাদক বিশ্বনাথ সুর। সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী শ্রাবন্তী ব্যানার্জী ও বিশ্বনাথ সুর। সাথে পার্কাসন বাজিয়ে মোহিত করে দেন প্রতিভাবান শিল্পী অরিজিৎ ব্যানার্জী। গান গেয়ে শোনান লালি, তৃপ্তি, সুজয়, স্নিগ্ধা, দীপান্বিতা, মৌসুমী, অশেষ, সুজন, তৃষা, লিপি, সুমিতা, প্রতিমা, অনুপ, শুভশ্রী, ঝিনুক, সুজাতা প্রমুখ। অরগ্যান ও তবলা বাজান শৈলেন রায় ও সমীর দাস। শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন মনীষা মুখার্জী ও সুব্রত মুখার্জী। গিটার ও বেহালা বাজান পার্থ কর্মকার ও সুভাষ চক্রবর্তী।

তবলা বাজান অনুপম প্রামাণিক। শেষে 'মেলোডিকার' উদ্যোগে প্রতিভাবান বংশীবাদক অশোক কর্মকারের নির্দেশনায় বাঁশী বাজান চৈতালী, অম্বিকা, অর্ণব, বাপি, প্রশান্ত, বিবেক, অভিরূপ, সোহন, জয়ন্ত, শান্তনু এবং সৌম্য। প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে নাট্যোৎসব

সব্যসাচী সান্যাল : সাংস্কৃতিক সচেতন নাট্যকর্মীদের নিয়ে দীর্ঘ ২৮ বছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা স্বাদের নাটক মঞ্চস্থ করে কাঁচরাপাড়া কৃষ্টি এখন সকলের কাছে পরিচিত নাম। এই নাট্যদলের প্রাণপুরুষ মনোজ প্রসাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নাট্যকর্মী ভীম কর্মকারের মারণ কর্কট রোগের চিকিৎসার সাহাযার্থে নৈহাটির ঐকতান মঞ্চ ২০ থেকে ২৪ নভেম্বর কাঁচরাপাড়া কৃষ্টির উদ্যোগে উচ্চমানের কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। কৃষ্টির নিজস্ব প্রযোজনায় পরিবেশ রক্ষা করার জন্য বেআইনিভাবে নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করার জন্য 'বৃক্ষ' নাটকের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে। নাটকটির পরিচালনা করেছেন কৌশিক ঘোষ ও রচনা অনুপ রায়। আলোর পরিকল্পনা মনোজ প্রসাদ, নাটকের অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন চম্পকের ভূমিকায় অনির্বান সেনগুপ্ত, চম্পকের পিতার ভূমিকায় দীপক ব্যানার্জী, চম্পকের স্ত্রী মীনাক্ষী সরকার,ওয়াল্ড ম্যাগাজিন রিপোর্টার আকাশ প্রসাদ,বশরাম ওঝা সাহেব ঘোষ, ছগন ঋত্বিক দাসশর্মা চকোরি পিয়ালী দাস,চাকরির বন্ধু দীপক রাহুল রায়, ছগনভাই আকাশ ভৌমিক, শাহজী গৌতম ঘোষ,কোরিওগ্রাফি অসিত আচার্য। কল্পনার অনুভূতিতে মানুষকে বৃক্ষে রূপান্তরিত করে ম্যাজিকাল স্পর্শ দিয়ে উপস্থিত দর্শকদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জনপ্রিয় নাট্যপ্রেমী নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক নাট্য উৎসবের দিনগুলিতে উপস্থিত থেকে আমন্ত্রিত নাটকের দলগুলিকে সম্মান জানিয়েছেন। নাটকে বর্ণিত চম্পক নামে একটি যুবক তার সহজাত প্রতিভার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও গাছপালার সুন্দর ছবি আঁকত আর তেমনিভাবে নির্বিচারে গাছ কাটার বিরুদ্ধে নিজের মত করে প্রতিবাদের চেষ্টা করে গেছে। অর্থের টানাটানির জন্য সংসারে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু তার আদরের মেয়ে চকোরি ও তার বন্ধু বান্ধবদের গাছের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী করার চেষ্টা করে গেছে। একদিন প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে কল্পনার চোখে চম্পককে সকলে মানুষ থেকে বৃক্ষে রূপান্তরিত হতে দেখে। মানুষ থেকে গাছে পরিণত হওয়ার অলৌকিক ঘটনা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এমনকি ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন পত্রিকার পক্ষ থেকে এই চমকপদ ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বহু অর্থ দেয়।নাটকের মধ্যে মানুষের লোভের আত্মপ্রকাশ সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। জীবিত অবস্থায় তাঁদের যে স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক ছিল মানুষ থেকে গাছে রূপান্তর হওয়ার পর তাকে নিয়ে একটা ব্যবসায়িক প্রয়োজন দেখা গেছে। পরিশেষে প্রচুর অর্থসমাগমের সুবাধে বাড়িতে যে গাছকে কল্পনার চোখে নিজেদের একান্তজনের ভেবে দৈনন্দিন সেবা করে এসেছে তাকে কেটে ফেলে আরো সুসজ্জিত অট্টালিকা গড়ে তোলার কথা ভাবে। কিন্তু তার মেয়ে চকোরি যে স্নেহ ও বাবার তৈরি আদর্শে গাছপালাকে ভালবাসার মাধ্যমে বড় হয়েছে তার বন্ধুদের নিয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং গাছ কাটা বন্ধ করে। পরিবারের সকলের অবশেষে বৃক্ষের প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা নাটকের বর্ণিত চরিত্রগুলিকে সুন্দর প্রকাশ করেছে। চকোরির ভূমিকায় ছোট্ট কিশোরী মেয়ে পিয়ালী দাসের সহজাত অভিনয় দক্ষতা তার সাথে মানানসই কবিগুরুর গানগুলি গেয়ে, স্টেজ জুড়ে নৃত্য সকলকে অবাক করেছে। স্টেজে নিয়মিত অভিনয় করলে পিয়ালী দাশের আগামী দিনে একজন বড় নাট্য শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নাট্যোৎসবের উদ্বোধন দিনের নাটক 'ঘটক বিদায়' রচনা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রয়োগ পৌলমী চট্টোপাধ্যায় ও আরো অন্যান্য শিল্পী। নাটকের প্রধান চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বয়স ও অসুস্থার কারণে অভিনয়ে ক্লান্তি প্রকাশ পেয়েছে। আসলে বেলাশেষের অত্যন্ত উচ্চ মানের যে অভিনয় সিনেমার দর্শকরা দেখেছে তা এই নাটকে সৌমিত্রবাবুকে ঠিক মত পাওয়া গেলনা হয়ত সাময়িক শারীরিক অসুস্থতা এর কারণ হতে পারে। তুলনামূলক ভাবে অল্পবয়সী নাট্য কলাকুশলীরা তাদের চরিত্র রূপায়ণ এবং সংলাপের মধ্যে দর্শকদের বিনোদনের ব্যবস্থা করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। নাট্যোৎসবের তৃতীয় দিনের নাটক 'তোমার আমি 'রচনা ও প্রয়োগ অমিতাভ দত্ত।পুরানো বইয়ের দোকানের মালিক অজিত নারায়ণ সেনগুপ্তর ভূমিকায় দেবশঙ্কর হালদার ও অন্য মূখ্য চরিত্র মায়ার ভূমিকায় সোমা দত্ত। এদের দুজনের অভিনয়, নাটকের সংলাপ,পরিবেশনা দর্শকরা মুগ্ধ চোখে উপভোগ করেছে। নাটকে দেখানো হয়েছে তরুণ প্রজন্মের ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ যুগে বই পড়ার অভ্যাস চলে যাচ্ছে। কলেজ পাড়ার পিতৃপুরুষের বহুপুরানো বইয়ের দোকানের মালিক মাঝবয়সী অজিত নারায়ণ সেনগুপ্তর সংগ্রহ করা রাশিকৃত বইয়ের সাথে নিত্যদিন কাটে। দীর্ঘদিন আগে স্ত্রীর বিয়োগ হয়েছে। ছেলে, বৌমা নাতনী প্রবাসে থাকে তাদের সাথে তেমন যোগাযোগ নেই। অজিত নারায়ণের বই এর দোকানের পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য বই থাকলেও সেরকম ক্রেতা হয়না তাছাড়া কমপিউটারের যুগে বই পড়ার চল খুব একটা নেই। এর মধ্যে এই বইয়ের দোকানে চাকরির বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বস্তির পরিবেশে মানুষ হওয়া মহিলার মায়ার আবির্ভাব হয়। বস্তির পরিবেশে মানুষ হলেও অর্নগল কথা বলা সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা খিস্তি দেওয়ার অভ্যাস থাকলেও তার সাংস্কৃতিক সম্পন্ন সংবেদনশীল মন, বিশ্বের নানা বিষয়ে জানার আগ্রহ আর বইয়ের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা অজিত নারায়ণকে অবাক করে। নানা ঘটনা ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে দুজনের মধ্যে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং দোকানকে দেনার হাত থেকে বাঁচাতে মায়া নানা রকম ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করে। অবশেষে নাটকের যবনিকা পড়ে যখন দেখা যায় অজিত নারায়ণ দুরারোগ্য কর্কট রোগ যা তরুণীটিকে আগে জানানো হয়নি আক্রান্ত হয়ে জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে পৌঁছায়,মৃত্যুর আগে তার সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ভান্ডার মায়াকে দিয়ে যায় এবং আগামী দিনে দোকানটিকে চালু রাখার কথা বলে যায়।মায়া আবার এই পৃথিবীতে নি:সঙ্গ হয়ে পড়বে এবং বই পড়ার ইচ্ছায় উৎসাহ দেবার কেউ থাকবে না বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নাট্যোৎসবের শেষ দিনে নান্দীকার কলকাতা পরিবেশিত নাটক রানী কাদম্বিনী দর্শকদের হতাশ করেছে। বিলাত ফেরত ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট এই নাটক থেকে জানা যায় এবং স্বামীর মৃত্যুদিনে রোগীর প্রতি দায়িত্ববোধ মুগ্ধ করে যা আজকের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারদের এই ধরণের দায়িত্ববোধ দেখতে পাওয়া প্রায় বিরল। দেবশঙ্কর হালদার তার বাচনভঙ্গী, নাটকের সংলাপ পরিবেশন শারীরিক ভাষা নাটককে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। কিন্তু কাদম্বিনী চরিত্রের সাথে দর্শকদের গ্রহণযোগ্য শিল্পী নিবার্চন করলে হয়ত নাটকটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেত। নান্দীকার দলের বোধ হয় চরিত্রের সাথে সঠিক অভিনেত্রী নির্বাচন করা প্রয়োজন নাহলে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী কলকাতার নান্দীকার নামের অবিচার করা হবে। নৈহাটির ঐক্যতান মঞ্চে একটি ভিন্ন স্বাদের নাটক ৩রা ডিসেম্বর রবিবার কাঁকিনাড়া কলবিতানের এর উদ্যোগে নাট্যশালা প্রযোজিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক সক্রেতিস সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে নৈহাটি ঐক্যতান মঞ্চে পরিবেশিত হবে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন রজতাভ দত্ত নির্দেশনা রানা বসু।

কাঁচরাপাড়া অঞ্চলে ভাল নাটকের দল সাড়া রাজ্যে সম্মানের সাথে নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে অথচ তাদের নিজেদের শহরে কোনও ভাল প্রেক্ষাগৃহ না থাকায় বেগ পেতে হচ্ছে নাটক সংগঠনগগুলোকে। কাঁচরাপাড়া পুরপ্রধানের এলাকার উন্নয়নের সাথে কাঁচরাপাড়ায় নাটক পরিবেশনের উপযোগী একটি স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

রবিবাসর–এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জলধর সেনের নেতৃত্বে 'রবিবাসর' এর এক পথ চলা শুরু হয়েছিল, সেই সংস্থাটি ৮৯ বছরে পদার্পণ করল। এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা–২৯) গত ২৬ নভেম্বর (২০১৭) রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়। এই অংশের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. তুষার কান্তি ঘোষ এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। মূল বক্তা ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. গোপা দত্ত। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল শরৎচন্দ্রের দুটি বিখ্যাত গল্পের (মেজদিদি এবং মামলার ফল) মূল্যায়ণ। অভূতপূর্ব সেই মূল্যায়ন। ড. তুষারকান্তি ঘোষ রবিবাসরের প্রারম্ভিক ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরলেন। বহু অজানা তথ্য জানা গেল তাঁর ভাষণের মাধ্যমে। শরৎচন্দ্রের আহ্বানে তারই বাসভবনে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন 'রবিবাসর'এর অনুষ্ঠানে। এক দুর্লভ সমারোহ। সদস্য সদস্যরা যথারীতি শোনালেন কবিতা, গল্প ও গান। শুরুতেই প্রয়াত সদস্য গৌতম চন্দ্রের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উবোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আলপনা সেনগুপ্ত। পল্লব মিত্র সুনীতিকুমার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করলেন। কবিতা শোনালেন রথীন কর, শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মা, সুনীতা মুখোপাধ্যায়। গল্প শোনালেন সুলেখা ঘোষ। গান শোনালেন ড. বৈদ্যনাথ গুপ্ত। শেলী ভট্টাচার্য, ঋজু রায়, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. শঙ্কর ঘোষ। ড. শঙ্কর ঘোষ 'মেজদিদি' ছবির 'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম' গানটি শোনালেন।

এই অধিবেশনের আহ্বায়িকা বিশিষ্ট অধ্যাপিকা ড. স্বস্তি মণ্ডল ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে সমগ্র অধিবেশনটির সঞ্চালনা করলেন রবিবাসরের সচিব অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানের সর্বাধ্যক্ষ ড. নবনীতা দেব সেনের আহ্বানে 'রবিবাসর'এর পরবর্তী অধিবেশন হবে তাঁরই বাড়িতে আগামী ১৭ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

বিরাট অতিকায় কোহলির হাত ধরে ইন্ডিয়া নম্বর ১

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ক্রিকেট বলে নয়, এখন সারা ক্রিকেট দুনিয়াকে শাসন করছে বিরাটের বিশাল রান খিদে। বিরাট থেকে তাই অচিরেই হয়ে উঠেছেন বিরাটাকার তারকা। এর আগেও বহু তারকা এসেছে ক্রিকেট বিশ্বে। কিন্তু এমন দাপটের সঙ্গে দিনের পর দিন ২২ গজে গুজরান করা বোধহয় বিরাটকেই শোভা দেয়। তাছাড়া দেশে ও বিদেশে একের পর এক দেশকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে হারানোর ঘটনাও সংগঠিত হয়েছে বিরাটের রাজত্বকালেই। অর্থাৎ একদিকে ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি তোলা, আর অপরদিকে অধিনায়ক হিসেবে একের পর এক দেশকে হারানো। এই দু-দুটি অসামান্য কৃতিত্ব একক হাতে প্রদর্শন করে চলেছেন মিস্টার কোহলি। যার জেরে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ডবল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড পকেটে পুরে ফেলেছেন কোহলি। ডন ব্র্যাডম্যানের ঘাড়ের সামনে নিঃশ্বাস ফেলছেন এখন তিনি। আর যে মেজাজে তিনি রান করে চলেছেন তাতে ডন কেন, ক্রিকেট জগতের বহু রথীমহারথীর রেকর্ড যে সামনেই ভাঙতে চলেছে তার দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে বিরাটের এই অসামান্য কৃতিত্ব ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ফেসুবকের দেওয়ালে।

বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে হেসেখেলে জিতে বিরাট বাহিনী প্রমাণ করল তাঁরা খনও জয়ের ট্র্যাকেই রয়েছেন। মাঝে খালি একটিবারের জন্য বিচ্যুতি ঘটেছিল। বছর খানেক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে হার। বিশেষ করে গ্রুপ লিগে পাকিস্তানকে অতটা কর্তৃত্ব নিয়ে হারাবার পর যেভাবে ফাইনালে হারটা হজম করতে একটু সময় নিয়েছিল। আরও হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান বলেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের পারফরম্যান্স ছিল কেমন যেন খাপছাড়া। শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানকে হারানো সত্বেও ভারতকে হার মানতে হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রীলঙ্কার কাছে। আবার বাংলাদেশের সঙ্গেও একসময় চাপে পড়েছিল কোহলি বাহিনী। বছর দুয়েক আগে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সফর করছিল টিম ইন্ডিয়া। এবারেও ঠিক তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। শুধু সফরের পুনরাবৃত্তি নয়, সাফল্যেরও অ্যাকশন রিপ্লে দেখাচ্ছে কোহলির ভারত।

তবে অতীত হল অতীত। এই আপ্তবাক্য মেনে ভারত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফের নিজেদের মেলে ধরেছে। কোহলি নিজেও ফের তাঁর দুরন্ত ফর্ম মেলে ধরেছেন ক্যারিবিয়ান মাটিতে। শিখর ধাওয়ান সহ টিমের বাকিরাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের এখন পোয়াবারো এটা বলা যেতেই পারে। দুর্দান্ত ছন্দে ফিরল টিম ইন্ডিয়া। ইডেনে যেভাবে কম পুঁজি হাতে নিয়েও শ্রীলঙ্কাকে চেপে ধরেছিল ভারত, তাতে অসামান্য অ্যাটাকের পাশাপাশি কোহলির অসাধারণ শতরানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। রান তাড়া করার ক্ষেত্রে তিনি একটা রেকর্ডও গড়লেন। পরে ব্যাট করতে নেমে রান চেজ করতে গিয়ে শচীনের সেঞ্চুরি ছিল ১৭টি। কোহলির হল ১৮। এখন ২৮টি একদিবসীয় শতরানের মালিক কোহলির সামনে শুধু রিকি পন্টিং ৩০ ও শচীনের ৪৯ টা সেঞ্চুরি। এত কম ম্যাচে কোহলি এই সুপার তারাদের ধাওয়া করছেন যে আগামী দিনে যাবতীয় রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ভারতের জয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার কোহলির অসাধারণ ক্লাস ব্যাটিং। এর আগেও তিন-তিনবার বিরাটের শতরানে ভর করে ভারত জিতেছে। রান তাড়া করায় কোহলির এই অসামান্য দক্ষতা তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে একটা আলাদা জায়গা দিচ্ছে। একটা সময় এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ছিল ব্যাটসম্যানদের বধ্যভূমি। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসারদের গতির কাছে হার মানতেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটসম্যানরা। ভারতীয়রা যথারীতি তার ব্যতিক্রম নয়। সেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে কার্যত এখন খরা চলছে। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ হারানোর পূর্ণ কৃতিত্বের ভাগিদার কোহলি ব্রিগেড।

এর পাশাপাশি ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডকেও তুবড়ে দিয়েছে কোহলি ব্রিগেড। তারসঙ্গে যোগ করতে হবে অধুনা দেশের মাটিতে ব্যাপক কর্তৃত্ব নিয়ে লঙ্কা বাহিনীকে হারানো। এইরকম কর্তৃত্ব নিয়ে ভারত যেদিন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারবে সেদিন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব টপ গিয়ারে চড়বে। সেদিন আর খুব দূরে নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ টিম বিরাট বুঝিয়ে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া এখন অতিকায় মেজাজেই চলবে। তার ধারে কাছে ঘেষতে পারবে না কেউ।

বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। সেই কোহলি যখন সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে চূড়ান্ত অফফর্মে চলে গিয়েছিলেন তখন পুরো দেশবাসী হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বিরাটের রাজকীয় মেজাজের প্রত্যাবর্তন ঘটল একের পর এক শতরানের মাধ্যমে। যে পালকে যোগ হয়েছে কতগুলি বোমব্লাস্টিক দ্বিশতরানও। অধিনায়ক বিরাটের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

রাজ্যস্তরের ক্যারাটেতে দুটি সোনা জয় আশুতোষ গিরির

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমি, উভয় বিভাগে সোনা জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাংলার উঠতি খেলোয়াড় আশুতোষ গিরি। এইবছরই কলকাতাতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটি সোনা জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন আশুতোষ। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্র আশুতোষ দুটি সোনা জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। অথচ মাত্র ৫ বছর আগে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি আশুতোষের। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। মাত্র ৫ বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৩ সালে ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই সোনা, পরের বছর ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতে উভয় বিভাগে রুপো, জেলাস্তরে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা (২০১৫), কলকাতায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতে সোনা (২০১৬) ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে আশুতোষের ঝুলিতে। এবার রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে আশুতোষ। হাওড়ার শ্রী জৈন কলেজের বাণিজ্যের সাম্মানিক স্নাতকস্তরের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র ২১ বছরের আশুতোষ রিষড়ার নয়াবস্তির বাসিন্দা। পরিবারে রয়েছেন মা মালতী গিরি, দাদা সন্তোষ গিরি ও বোন সরিতা গিরি। বাবা ফুলনদেও গিরি কয়েকবছর আগে মারা যান। দাদা সন্তোষ গিরি একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। রিষড়ার নয়াবস্তিতে ছোট দুটি টালির চালার ঘর। সেখানেই মা, দাদা ও বোনকে নিয়ে থাকেন আশুতোষ। বোন সরিতা গিরি হিন্দিতে সাম্মানিক স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েও অর্থের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হন বলে আক্ষেপের সঙ্গে

জানান আশুতোষ। ক্যারাটেতে তাঁর আদর্শ কে এই প্রশ্নের উত্তরে আশুতোষের চটজলদি উত্তর,'' প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার আমার আদর্শ। তাঁর মতো হতে চাই। ভবিষ্যতে ক্যারাটে শিখে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চাই।'' ক্যারাটের বাইরে আশুতোষের প্রিয় খেলা ক্রিকেট এবং প্রিয় খেলোয়ার বিরাট কোহলি। খেলা দেখার পাশাপাশি অবসর সময়ে হিন্দি গান শুনে কাটান আশুতোষ। প্রিয় গায়ক শান।

দীর্ঘ বিরতির পর যুবভারতীর ডার্বিকে ঘিরে বুক বাঁধছে তিলোত্তমা

রবীন বিশ্বাস : ফের একটা ডার্বিতে মুখোমুখি হতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। দীর্ঘদিন পর শিলিগুড়ি তথা অন্য মাঠের লড়াই ঘুঁচিয়ে ইস্ট-মোহন সংঘর্ষ হতে চলেছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। যুব বিশ্বকাপ থেকে নতুন মডেলের সেজে উঠেছে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। যথারীতি তারপর থেকেই এই মেগা ম্যাচ ঘিরে আগ্রহের পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে। আগামী রবিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত এই ডার্বি। আই লিগের একদম প্রথম পর্বেই কলকাতার এই দুই বড় দল মুখোমুখি হতে চলেছে। যা নিঃসন্দেহে কলকাতার ফুটবল প্রেমীদের জন্য এক মহার্ঘ উপহার। ইতিমধ্যেই ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছে এই ডার্বি ম্যাচকে ঘিরে। ঘটি-বাঙালের পুরনো লড়াই তো আছেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একদা মোহনবাগানের ঘরের ছেলে জাপানি বোমারু বলে ময়দানে পরিচিত কাতসুমি ইউসা বনাম সনি নর্ডির লড়াই হিসাবে। এছাড়াও আরও বহু রসদ আছে যা এই ডার্বি লড়াইকে সমৃদ্ধ করতে চলেছে। এবারের ডার্বির আয়োজক বা হোস্ট ধরা হয়েছে মোহনবাগানকে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মোহন কর্তৃপক্ষ এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে যা একাধারে ঐতিহাসিকও বটে। সবুজ মেরুনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোহন ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি এবার ইস্টবেঙ্গল সদস্যদেরও বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হবে। এমন একটি সময় মোহনবাগান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যখন কলকাতা তথা ময়দানের গড়ের মাঠের আবহে ভাগ বসাতে শুরু করেছে কলকাতার দল এটিকে বা অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতা। আইএসএল-এর ম্যাচে কলকাতার এটিকে মাঠে নামলে ভিড় হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু দীর্ঘদিন পর যুবভারতীর ডার্বিতে কলকাতা তথা ইস্ট-মোহন ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রমাণ করতে চাইছে শহরের আবেগ এখনও তাদের হাতেই। হাজারো টাকা

খরচ করা, জাঁকজমকের বহর তোলা আইএসএলের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে তিলোত্তমার ফুটবল সমর্থকদের আবেগ উচ্ছ্বাস।

ফুটবল যুদ্ধে গত কয়েকবছর মোহনবাগানের পারফরমেন্স ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেকটাই ভাল। বহু যুগ পর বছর তিনেক আগে আই লিগ ঘরেও তুলেছে বাগান। মোটের ওপর সেই এক টিম ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে টিম মোহনবাগান তথা কোচ সঞ্জয় সেন। তবে এ বছর মোহন ফিজিও গার্সিয়া ও বাগান সম্পদে পরিণত হওয়া কাতসুমিকে নিয়ে নির্ঘাত বড় চমক দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এর সঙ্গে গতবারের বিজয়ী লাজং এফসির কোচ খালিদ জামালকে টেনে নিজেদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে লাল-হলুদ। ফলে আগামী রবিবারের লড়াই নিঃসন্দেহে হতে চলেছে হাড্ডাহাড্ডি। যাকে এখন থেকেই কলকাতা ময়দানে আড়ালে আবডালে বলা শুরু হয়েতে সানডে সাসপেন্স নামে।

আইএসএলে মন নেই কলকাতার

যুধিষ্ঠির নস্কর : শুরুটা মোটেই প্রত্যাশিত হয়নি টিম এটিকের বা অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতার। কেরালার সঙ্গে ড্র করার জ্বালা মিটতে না মিটতে গো-হারান হারতে হয়েছে পুনে এফসির কাছে। এর মধ্যে সামনে আবার নবাগত জামশেদপুর। দু-দুবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতাকে এতটা ম্রিয়মান কোন আইএসএলে লেগেছে সেটা বরং এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বিশেষ করে কোচ ও নব্য তারকারা যেন নিজেদের মানিয়ে নিতেই পারছেন না এটিকের সেট-আপের সঙ্গে। এর ফলে সেটব্যাকও হচ্ছে সমানতালে। এই হতাশা কাটিয়ে লিগ টেবিলের নিচের ধাপ থেকে কলকাতা কত তাড়াতাড়ি নিজেদের তুলে ধরতে পারে সেটাই এখন দেখার।

রমরম করে শুরু হয়ে গিয়েছে ইন্ডিয়ান সকার লিগ। সংক্ষিপ্ত নাম আইএসএল নামেই খ্যাত। বলাবাহুল্য, আইএসএল আছে সেই আইএসএলেই। হাজার রজনী পার হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের বাংলার বহু যাত্রা বা নাট্যপালা যেমন নবরূপে আবির্ভূত হয় তেমনই বেশ কয়েক বছর পরেও আইএসএল-এর আড়ম্বর এখনও দারুণ টাটকা। এটাই বোধহয় আইএসএলের জাদু। এমনিতে পুরনো ঘরানার টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু অন্যরকম স্বাদ পেতে ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই ঝুঁকেছেন টি-২০ তে। এহেন ভারতে টি-২০-র একটা সর্বোচ্চ মানের লিগ বড় আকার ধারণ করবে এতো খুব স্বাভাবিক। ফুটবল পাগল সমর্থকদের আনন্দ দিতে ঠিক এভাবেই আবির্ভাব ঘটেছে আইএসএল। কলকাতা,গোয়া,মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা আইএসএলের দেশি-বিদেশি তারকাদের হয়ে গলা ফাটাতে এই কদিন হরেকরকম জার্সির প্রায় হাট বসে যায় ময়দানে। কম বয়সী, মাঝ বয়সী থেকে প্রৌঢ়রাও যখন সেই পোশাক কিনতে হাপিত্যেশ করেন তখন বোঝা যায় এর ক্রেজ কাকে বলে।

এরই নাম আইএসএল। যার আমেজে মাতোয়ারা নানা বয়সী। মহিলা, বিশেষ করে টিন-এজারদের মধ্যে তো এর চাহিদা এখন রীতিমতো প্যাশনের আকার নিয়েছে। যথারীতি ঢাক গুড়গুড় করে আইপিএলের উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। বলিউডের লাস্যময়ী নায়িকা থেকে শিল্পপতি কে না বাদ রয়েছে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে। তার মধ্যেও তারকাদের নাচ আলাদা করে নজর কেড়েছে সকলের। বিশেষ করে মুম্বইয়ের তাবড় হিরো হিরোইনদের সঙ্গে নাচ এবং অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়া বোধহয় সুপারস্টার ফুটবলারদের পক্ষেই সম্ভব। বাল্লে বাল্লে নাচ যেমন এখনও বহু বিয়েশাদিতে পরিবেশিত হয় তেমন আগামী দিনে ডিজের সঙ্গে আইএসএল নৃত্য দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে এই মুহূর্তে খানিকটা হলেও আইএসএল তথা এটিকের আলো অনেকটা শুষে নিয়েছে আসন্ন রবিবাসরীয় ডার্বি।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

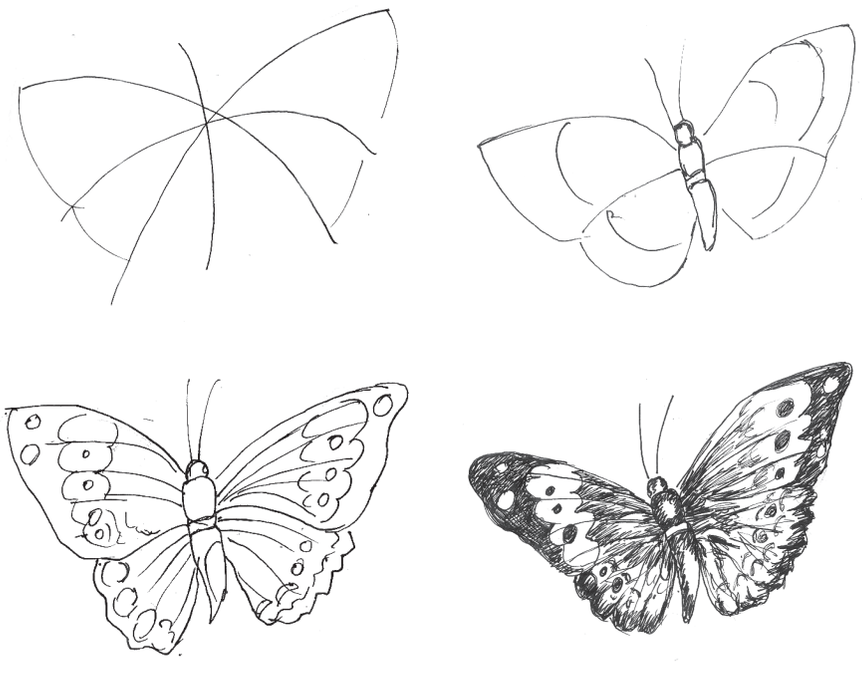

চট জলদি গুণ (২)

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

আলিপুরবার্তা ৫২ বর্ষ, ৫ সংখ্যায় গুণের একটি পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এবার, আর একটি পদ্ধতি। ১১ থেকে ১৯ যত সংখ্যা আছে তাদের যে কোনও দুটি সংখ্যার গুণফল এই নিয়মে করা সম্ভব। ১৩×১২, ১৫×১৯, ১৮×১৭ প্রভৃতির গুণফল এই পদ্ধতিতে করা যায়।

প্রথম গুণটাই ধরা যাক- ১৩×১২। প্রথম ধাপে ১৩ এর সঙ্গে অন্য সংখ্যাটির একক (২) যোগ কর। কত হল? ১৫ (১২এর সঙ্গে অন্য সংখ্যাটির ৩ যোগ করলেও ১৫ হত)। নির্ণেয় গুণফলের প্রথম দুটো (বাঁ দিকের) অঙ্ক হচ্ছে এই ১৫। দ্বিতীয় ধাপে এককের ঘরের অঙ্ক দুটো (এক্ষেত্রে ৩ আর ২) গুণ করে পাওয়া যায় ৬, তাহলে নির্ণেয় গুণফলের তৃতীয় বা শেষ অঙ্কটি হবে ৬ অর্থা নির্ণেয় গুণফল ১৫৬।

আর একটি উদাহরণ, ১৩×১৩। প্রথম ধাপে ১৬, ২য় ধাপে ৯, সুতরাং নির্ণেয় গুণফল ১৬৯। ১৫×১৯, প্রথম ধাপে ২৪, ২য় ধাপে ৪৫, সুতরাং নির্ণেয় গুণফল ২৮৫। কারণ, প্রথমে ২৪ এর ডান দিকে বসানো হল ৪৫ এর ৫। ২৪ এর সঙ্গে ৪৫ এর দশকের ঘরের ৪ যোগ করে পাওয়া গেল ২৮।

১৮×১৭= প্রথমে ২৫ পরে ৫৬, সুতরাং নির্ণেয় গুণফল ৩০৬।

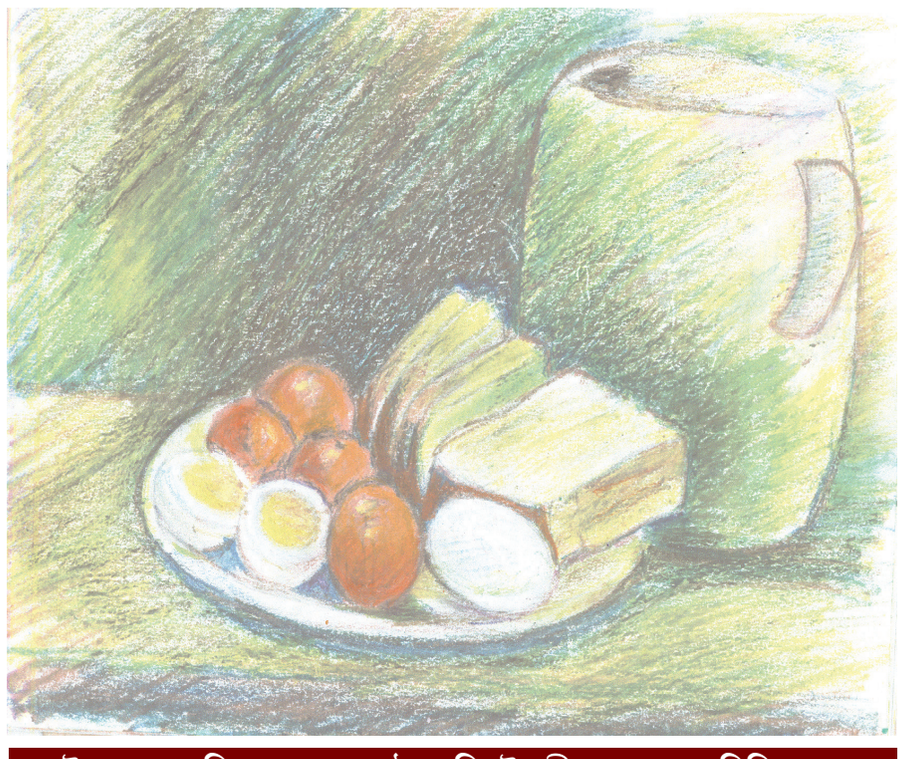

সৈয়দ আলফিসা হুসেন, ষষ্ঠ শ্রেণি, সৈফী গোল্ডেন জুবিলি স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com